এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার পক্ষে স্থগিতাদেশে 'না' আদালতের
বইমেলা নিয়ে জল্পনার মাঝে শমীকের স্পষ্ট বার্তা ৩

কলকাতা ১ জুলাই ২০২৬ ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.07.2026, Vol. 20 Issue No.21, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো
(ভারতীয় সময় রাত ৯:৩০)

গতকালের ফলাফল

নেদারল্যান্ডস -১ মরক্কো- ১
(পেনাল্টিতে মরক্কো ৩-২ -এ জয়ী)

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

আজ থেকে অন্নপূর্ণার দ্বিতীয় কিস্তি

এবার উপভোক্তা এক কোটির বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা যোজনার দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ প্রদান শুরু হচ্ছে আজ, ১ জুলাই। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের এক কোটি ৫ লক্ষের মতো যোগ্য উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানো হবে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কয়েকজন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে প্রতীকীভাবে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করবেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁরা নির্ধারিত পোর্টালে সফলভাবে নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং যাঁদের আবেদন যাচাই প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত হয়েছে, তাঁরাই এই দফায় অর্থ পাবেন। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ২৮ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই সংখ্যা বেড়ে এক কোটি পাঁচ লক্ষেরও বেশি হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, যাঁদের আবেদনপত্রে ত্রুটি রয়েছে, তাঁরা সংশোধন করে পুনরায় আবেদন করার সুযোগ পাবেন। তবে যাঁদের আবেদন বিধি অনুযায়ী অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। এমনকি কোনও অযোগ্য আবেদন ভুলবশত গৃহীত হলেও পরবর্তী যাচাইয়ে তা বাতিল করা হতে পারে। অনলাইন বা অফলাইন- যে মাধ্যমেই আবেদন করা হয়ে থাকুক না কেন, বহু আবেদনকারী এখন তাঁদের অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা পড়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। বিশেষ করে যাঁরা অফলাইনে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই সরকারি পোর্টালে তথ্য সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। সেই সংশয় দূর করতে রাজ্য সরকার চালু করেছে 'সিটিজেন পোর্টাল'। আবেদনকারীরা নির্ধারিত পোর্টালে মোবাইল নম্বর ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে লগ-ইন করে আবেদনপত্রের বর্তমান অবস্থা জানতে পারবেন। সমস্ত তথ্য জমা দেওয়ার

পর যদি 'অলরেডি রেজিস্টার্ড' বার্তা দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে আবেদনপত্রটি সফলভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। তবে প্রশাসন স্পষ্ট করেছে, শুধুমাত্র তথ্য নথিভুক্ত হলেই অর্থ পাওয়ার নিশ্চয়তা মিলবে না। তথ্য নথিভুক্ত হওয়ার পর আবেদনকারীর পারিবারিক আয়, ঠিকানা-সহ বিভিন্ন তথ্যের বিস্তারিত যাচাই করা হচ্ছে। যাচাইয়ে কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়লে আবেদন বাতিল হতে পারে।

অন্যদিকে, যাঁদের আবেদন এখনও পোর্টালে দেখা যাচ্ছে না, তাঁদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। নবান্নের দাবি, ডেটা এন্ট্রির কাজ এখনও চলমান। যাতে কোনও যোগ্য আবেদনকারী এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আবেদনপত্র নথিভুক্তকরণ এবং যাচাইয়ের কাজ একযোগে চালানো হচ্ছে।

বাঁকুড়ায় হুল দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

ধর্মতলার মোড়ে ২১ জুলাইয়ে দুই তৃণমূলকেই 'না' পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় কালীঘাট বা নব কোনও তৃণমূলকেই সভার 'অনুমতি নয়'। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল ২১ জুলাই ধর্মতলায় সভা করতে পারবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন নগরপাল।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছরের মতো এ বারও ২১ জুলাই 'শহিদ দিবস' পালন করতে চেয়ে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। সঙ্গে জুড়েছিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীও। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা আয়োজনের আবেদন জানিয়েছিল উভয় পক্ষ। কিন্তু এই অনুমতি দিতে নারাজ পুলিশ প্রশাসন।

এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, চলতি বছরে তৃণমূলের অন্দরে তৈরি হওয়া বিভাজনের জেরে ২১ জুলাইকে কেন্দ্র করে শুরু থেকেই প্রবল স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। কে কোথায় সভা করবে, কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঐতিহ্যবাহী কর্মসূচি তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল চাপানউতোর। এরপর গত রবিবার সেই টানাপড়েন প্রকাশ্যে আসে। কালীঘাট তৃণমূলের কয়েকজন নেতা ও কর্মী ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে গিয়ে রীতিমতো ফিতে দিয়ে মাপজোক শুরু করেন। সভামঞ্চ কোথায় হবে, কী ভাবে কর্মসূচির প্রস্তুতি নেওয়া হবে, তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ব্যস্ত রাস্তায় এ ভাবে মাপজোক করাকে কেন্দ্র করে যান চলাচলে বিঘ্নের অভিযোগ ওঠে।

সোমবার বিধানসভায় এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, কী ভাবে ব্যস্ত রাস্তার উপর এ ধরনের কাজ করা হল তা নিয়ে।

তহবিল মামলাতে দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক আইনগত ধাক্কা খেয়েই চলেছে কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল। এবার এল আরও এক বড় ধাক্কা। কয়েক'শো কোটির অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে থাকার ঘটনায় মামলার দ্রুত শুনানির জানানো হয়েছিল কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফ থেকে। তবে সে আর্জিতে সাড়া দিতে দেখা গেল না আদালতকে। ফলে অস্বস্তি আরও বাড়ল মমতা-পন্থী তৃণমূল শিবিরের।

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের তহবিল নিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ঋতব্রত শিবিরের ১০ জন বিধায়ক পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল ৪৪০ কোটির ওই তহবিলের কোনও স্বচ্ছতা নেই। এরপরই ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। সেই অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল।

মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানায় তৃণমূল। সেই আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার বিচারপতি স্পষ্ট জানান, মামলা হবে তালিকা মেনেই। কাউকেই কোনও বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না।

শংসাপত্রে জালিয়াতি, মুখ্যমন্ত্রীর 'হুলে' বিদ্ধ দুর্নীতিগ্রস্তরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর এই প্রথম বাঁকুড়া সফরে আসলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথম বাঁকুড়ার রানি মুকুটমণিপুরে হুল দিবস উপলক্ষে সভা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই তিনি শ্রদ্ধা জানান, হুল দিবসে সমস্ত আদিবাসী সংগ্রামীদের। বাঁকুড়া জেলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরেন, তার পাশাপাশি তিনি বলেন, 'আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি,ভারতমাতা আমাদেরকে লালিতপালিত করেছে,আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,আমরা পড়াশোনা করেছি, আমরা বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি হয়েছি,আমরা বিকশিত ভারতে বসবাস করছি, ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, এই হুল বিদ্রোহর মাধ্যমে।'

তিনি আরো বলেন , 'আপনাদের স্বীকৃতি কেউ দেয়নি আপনাদের স্বীকৃতি দিয়েছে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। প্রধানমন্ত্রী মোদীজি ভারতের সর্বোচ্চ আসন দ্রৌপদী মুর্মুকে দিয়েছে। বিজেপি সরকার আপনাদের সমাজের মানুষকে মন্ত্রী বানিয়েছে, যাতে আপনাদের কল্যাণ এবং উপকার হয়। আগের সরকার আমাদের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবাই এগিয়ে আসুন বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে। সেই সঙ্গে বলেন, 'ছত্তিশগড়, ওড়িশা- সহ তিনটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতায় আছেন। এই রাজ্যে তিনজন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মন্ত্রী হয়েছেন। রাজ্যে ১৬টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে সব আসন আপনারা বিজেপিকে দিয়েছেন। এছাড়াও বাড়তি একটি আসন আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত বিজেপির বিধায়ক জিতেছেন। আপনাদের এই আশীর্বাদের ঋণ এবার শোধ করার দায় আমাদের।'

এদিন দুপুর ২ টো নাগাদ মুকুটমণিপুরের স্থায়ী হ্যালি প্যাডে চপার থেকে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসী মা-বোনেরা মুখ্যমন্ত্রীকে আদিবাসী প্রথায় সম্মান জানান। নবনির্মিত সিধু কানুর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রীকে আদিবাসী সমাজের জাতীয় অস্ত্রের প্রতীক তীর ধনুক দিয়ে সম্মান জানান মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। শুরুতেই আদিবাসী নৃত্যশিল্পী বিজলী মুর্মুর অসাধারণ নৃত্য গীত পরিবেশিত হয়। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু হুল দিবসের তাৎপর্য এবং অতীতের বীরগাথা তুলে ধরেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'আগের সরকার এসসি /এসটি'দের সংরক্ষণ নীতি না মেনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করেছিল। যেখানেই এস সি এসটিদের সংরক্ষণ সেখানেই চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারী। এছাড়া ভুয়ো এবং জাল জাতিগত শংসাপত্রের ছড়াছড়ি।' মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে সমস্ত অফিসাররা ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়েছেন এবং যারা নিয়েছেন প্রমাণ হলেই সবাইকে জেলে যেতে হবে।' এদিন মুকুটমণিপুর মডেল একলব্য স্কুল সংলগ্ন ময়দানে রাজ্যস্তরের হুল দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল রাজ্য আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ। এই অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী এভাবেই ভুয়োদের বিরুদ্ধে কার্যত জিহাদ ঘোষণা করেন।

তিনি আরও ঘোষণা করেন, '১ জুলাই, থেকে রাজ্যে এক কোটি কুড়ি লক্ষ মা-বোন অন্নপূর্ণার ভান্ডার পাবেন। যার মধ্যে ৫ লক্ষ মা-বোন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাচীন আদিবাসী শবর, মুন্ডা-সহ অন্যান্যদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা-সহ একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।'

শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে খুলছে আরও ৩ জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রম মন্ত্রকের দায়িত্বভার নিতেই রাজ্যে বন্ধ থাকা জুটমিলগুলো খোলার উদ্যোগ নেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। শ্রম মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে খুলছে বন্ধ থাকা একের পর এক জুটমিল। মঙ্গলবার নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ থাকা বরানগর জুটমিল, জগদ্দলের জেজেআই এবং টিটাগড়ের এমকো জুট মিলের মালিকপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বৈঠক করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার রজত পাল এবং ব্যারাকপুরের ডেপুটি শ্রম কমিশনার মনোজ সাহা ও সহকারী শ্রম কমিশনার ঋত্বিক মুখার্জি। উক্ত বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, তিনটি জুট মিলই আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে খুলে যাবে। প্রথমে তিনটি মিলেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে। কয়েকদিন বাদে তিনটি মিলেই উৎপাদন শুরু হবে। প্রসঙ্গত, শ্রম দপ্তরের বৈঠকের মাধ্যমে এর আগে জগদ্দলের এলায়েন্স, কাঁকিনাড়া এবং নৈহাটি জুটমিল খুলেছে।

এনআইএর জালে অপরূপার স্বামী

রামনবমীর অশান্তিতে প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধেও মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীর অশান্তির মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী শাকির আলিকে। মঙ্গলবার সকালে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে হাজির হয় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ। তল্লাশি চালানোর পরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপার স্বামী তথা কাউন্সিলর শাকির আলিকে। এদিকে, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাকিরের স্ত্রী অপরূপা পোদ্দারের বিরুদ্ধে। স্বামীর গ্রেপ্তারির অনতিবিলম্বে স্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মামলা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হুগলির আরামবাগের দু'বারের তৃণমূল সাংসদ অপরূপার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অভিযোগ দায়ের হয়েছে শ্রীরামপুর থানায়। প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে কর্তব্যরত সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ এবং তাঁদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বুধবারই অপরূপাকে থানায় যেতে নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে আচমকা এলাকায় পৌঁছে যায় এনআইএ। আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন সিআরপিএফ জওয়ান। রিষড়ার বাড়িটি চারপাশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। জানা যায়, ওই বাড়িতে থাকতেন অপরূপার স্বামী। তাঁকেই প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। বুধবার শাকির আলিকে আদালতে পেশ করা হবে। রীতিমতো পুলিশ কর্মীদের ঘেরাটোপে গাড়িতে তোলা হয় শাকিরকে। অনুগামীরা বলেন, 'শাকির আলি ভগবান।' অন্যদিকে, হন্তদন্ত হয়ে কোনও মতে বেরিয়ে এসেন স্ত্রী অপরূপা ও তাঁর ছেলে বলেন, 'উপরওয়ালা বিচার করবেই।' অপরূপা বলেন, '২০২৩ এর কেস। এর বিচার উপরওয়ালা করবে। এর বিচার জনগণ করবে।'

ফের চালু 'এক ডাকে অভিষেক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতা হারানোর পর রাজনৈতিক চাপে থাকা তৃণমূলের সংগঠনকে চাঙ্গা করার নতুন উদ্যোগ নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'রাজনৈতিক কারণে ঘরছাড়া, নির্যাতিত বা মিথ্যা মামলায় জড়ানো কর্মীরা আইনি সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।' সেই সঙ্গে একটি যোগাযোগ নম্বরও প্রকাশ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ নতুন নয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রথমে ডায়মন্ড হারবারে শুরু হয়েছিল 'এক ডাকে অভিষেক'।

ডিম ছোড়া নিয়ে রাজ্যকে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ডিম ছোড়ার যে রীতি শুরু হয়েছিল তা আপাতত সংক্রমণের রূপ নিয়েছে রাজ্য জুড়ে। এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে এক জনস্বার্থ মামলা। সেই মামলায় এবার রাজ্যকে গাইডলাইন তৈরি করার নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এও জানান, হলফনামা দিয়ে রাজ্যকে জানাতে হবে এমন কত ঘটনা ঘটেছে এবং এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তাও।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি রাজ্যকে নির্দেশ দেন, 'সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে।' এর পাশাপাশি রাজ্যকে তিনি এ প্রশ্নও করেন এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারেও। সঙ্গে বিচারপতি এ প্রশ্নও তোলেন, এমন ঘটনায়, এক-দু'জনকে গ্রেপ্তার করে কী হবে তা নিয়েও। এর পাশাপাশি বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের সংযোজন, 'সবার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।' এই প্রসঙ্গে রাজ্যের অ্যাডিশন্যাল এজি রাজদীপ মজুমদার বলেন, 'নিজেদের হাতে কেউ আইন তুলবেন না, এটা আমরা বলেছি।' সঙ্গে এও জানান, কোনও অভিযোগ না পেলে কীভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে সে ব্যাপারেও।

এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান আইনজীবী

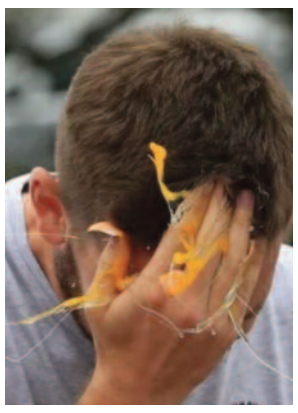

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশ এগুলো নিজেই করছে। পুলিশ মব লিঞ্চিং করছে আর জনগণ কী করবে?' আদালতের কাছে তিনি আর্জি জানান, এ ব্যাপারে এখনই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হোক। তিনি বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, বিমানবন্দরের মতো সেনসেটিভ জায়গাতেও এই আক্রমণ হচ্ছে। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী বলছেন ডিম ছুঁড়তে। সরকার কী পদক্ষেপ করেছে?' এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পরই ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দিয়ে সোনারপুরে নিগৃহীত হতে হয় খোদ তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ডিম ছোড়া হয়েছিল তাঁকে লক্ষ্য করে। এরপর জেলা-রাজ্যের একাধিক প্রান্তে জনপ্রতিনিধিরা, তৃণমূল নেতারা এই হামলার শিকার হয়ে চলেছেন।

বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড হলদিয়া পেট্রোকেমে

নিজস্ব প্রতিবেদন হলদিয়া: পেট্রোকেমিক্যালসে আচমকা বিস্ফোরণ কেঁপে উঠল স্থানীয় এলাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বলতে শুরু করে আগুন। মঙ্গলবার ভোরে হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালসের(এইচপিএল) পাইপ লাইনে ঘটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ঘটনায় জখম প্রায় ৯ জন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরের দিকে আচমকাই হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের একটি পাইপলাইনে প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলসি গেট নম্বর-৫৬ এর উত্তর দিকে, শিল্পপ্রবেশ স্টেশনের ঠিক পাশে আনুমানিক ৫০ মিটার দূরে এই বিস্ফোরণটি ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা ভয়ানক রূপ নেয়। আগুন সর্বগ্রাসী রূপ নেওয়ার খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রায়

ন'জনকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা।

ন্যাপথা পরিবহণকারী পাইপ লাইন থেকে ওই আগুন ছড়ায় বলে প্রথমিকভাবে জানা গিয়েছে। সেই আগুনের শিখায় ঝলসেই জখম হন স্থানীয় নয় জন। তাঁরা হলেন, শেখ সেকেন্দার, শেখ আনিসুর রহমান, সুরভি খাতুন, বিজলি মাইতি, মিতা ভুঁইয়া, সন্তু মাইতি, সঞ্জীব হাজরা, বুল্টি হাজরা ও মামণি দোলাই। তাঁরা প্রত্যেকেই স্থানীয় বাসিন্দা। আগুনে ঝলসে গিয়েছে তাদের শরীরের একাংশ। তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখান কর্মরত শ্রমিকদের উদ্ধার করে দমকলবাহিনী। আহতদের উদ্ধার করে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জখমদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন হলদিয়ার বিধায়ক প্রদীপ বিজলি।

এদিকে আগুনের তীব্রতা এতটাই মারাত্মক ছিল যে সংলগ্ন একাধিক সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনায় মোট ২০ জন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে ৬ জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের গ্রিন করিডোর করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই রাসায়নিক অগ্নিকাণ্ডে এলাকার মোট ২০ জন বাসিন্দা ও শ্রমিক আহত হয়েছেন। ১১ জন আহতের চিকিৎসা চলছে তমলুকের তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে। ৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে এই আগুন লাগার ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা ও মহকুমা শাসক সুরভি সিংলা-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিকে কারখানার ঠিক পাশেই রেললাইন থাকায় আগুনের আঁচ পড়ে রেলের পরিকাঠামোতেও। শিল্পপ্রবেশ স্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের ওভারহেড ইলেকট্রিক তার এবং একটি বড় রেল ট্রান্সফর্মার আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। আগুনের আঁচে রেললাইনের একটি বড় অংশও নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে খবর। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রেলের টিআরডি ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা মেরামতির জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও আগুনের লেলিহান শিখা ও তীব্র তাপের কারণে তাঁদের কাজ শুরু করতে দেরি হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে খবর, রেললাইনের ওভারহেড তার পুড়ে যাওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হলদিয়া রুটে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে ৩৮০৫২ হলদিয়া-হাওড়া লোকাল মঙ্গলবার সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। ট্রেনটি হলদিয়া স্টেশন থেকে ছাড়তেই পারেনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) বিশ্বনাথ সরদার, ২) পলাশ সরদার, উভয়ের পিতা- অরুন সরদার, সাং ও পোঃ গাছা, থানা- নাকাশীপাড়া, নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৪ বরাবর রীতা সরদার, স্বামী শেখর সরদার, পিতা-ক্ষুদিরাম সরদার, সাং ও পোঃ গাছা, থানা- নাকাশীপাড়া, নদীয়া, গত ইং ০৪.০৬.২০২৫ তারিখে ADSR, বেথুয়াডহরী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৩১৪/২৫ নং একখানি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার দলিল বলে ১) প্রতিমা সরদার, স্বামী-স্বপন সরদার, ২) অপর্না তিরকি, পিতা- স্বপন সরদারের নিকট হইতে ১০০ নং গাছা মৌজার L.R ৬৮৭/২, ১০৭২/৪ খতিয়ানে ১০১ দাগে ১২ শতক সম্পত্তি গত ইং ১৫.১০.২০২৫ তারিখে বেথুয়াডহরী ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৬৯২ নং কোবলা দলিলমূলে আমার মক্কেলদ্বয়কে বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে ৯২৩৩৩৩৩২৩৫ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **অপূর্ব বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

CHANGE OF NAME

I **Madhab KR Sinha** S/o late Saroj Kumar Sinha residing at Golapichak P.O.- Vidyasagar University P.S.- Gurguripal Dist. Paschim Medinipur pin721102 shall henceforth be known as Madhab Kumar Sinha as declared in the court of J.M. (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no 3182 dated 20.02.26. Madhab KR Sinha and Madhab Kumar Sinha both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১। শান্তনু নন্দী, পিতা-সুনীল কুমার নন্দী, ২। রুম্পা নন্দী, স্বামী-শান্তনু নন্দী, ৪/১ রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, পোঃ- বিডন স্ট্রীট, থানা-নারকেলডাঙ্গা, জেলা-কোলকাতা, পিন নং.- ৭০০০০৬। উক্ত আমমোক্তার নামা এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং.-I, ৩৪০-৩৫৩ পাতায় ১৯৯৮/২০২৪ নং. আমমোক্তার নামা পত্র বলে জেলা-হুগলী, মৌজা-চন্দননগর, জে.এল. ১, শীট নং.- ২১, হাল দাগ-৪১০ এ ০.০২৪ একর বাস্তু সম্পত্তি আমাকে অর্থাৎ কাজল চক্রবর্ত্তী, পিতা-দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তীকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি আমি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **শ্রী কাজল চক্রবর্ত্তী** আমমোক্তার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১লা জুলাই। ১৬ই আষাঢ়, বুধ বার। প্রতিপদ অহরাত্র। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, দিবা ৬৩৮ এর পরে একপাদ দোষ, দিবা ৬৩৯ এর পর ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(ড বিধানচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস, চিকিৎসক দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, Trisha Ghosh, D/o. Joydeb Ghosh, W/o. Ranjan Mondal, previously R/o. Pathar Ghata, Baharkuli, Barddhaman, Purba Burdwan-712146, W.B., presently R/o. Near Durga Mandir, Tarabihari, Debanandapur, Polba, Hooghly-712123, W.B., do hereby declare that in my Aadhaar Card, where my name has been recorded as Trishna Ghosh instead of my correct & actual name Trisha Ghosh, which I want to rectify in my documents when & where necessary against this affidavit. I, Trisha Ghosh & Trishna Ghosh, D/o. Joydeb Ghosh, W/o. Ranjan Mondal, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 14788, dated 18.06.2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 11/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9682 নং এফিডেভিট বলে আমি Ganesh Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gourmohan Roy ও Gour Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 23/12/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 60 নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Benoy Kumar Das ও B Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 24/03/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 28 নং এফিডেভিট বলে আমি Siboram Tudu S/o. Asit Kumar Tudu ও Shibram Tudu S/o. Asit Tudu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10993 নং এফিডেভিট বলে আমি Bhola Ray S/o. Sivabalak Ray ও Bhola Roy S/o. Sribalak Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/04/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9738 নং এফিডেভিট বলে আমি Monoj Dey, Monaj De ও Manoj De, S/o. Mono Ranjan Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 06 নং এফিডেভিট বলে আমি Santosh Kumar Bhagat S/o. Bideshi Bhagat ও Santosh Kr Bhagat S/o. B. Bhagat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/03/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 7054 নং এফিডেভিট বলে আমি Manik Ghosh S/o. Late Radhanath Ghosh, R/o. Sainya, Pawnan, Polba, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, Late Surendra Nath Ghosh S/o. Late Makhanlal Ghosh & Surendra Chandra Ghosh S/o. Late Makhan Lal Ghosh & Suren Kusti S/o. Late Makhan Lal Kusti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 30/06/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 14348 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Saifuddin S/o. Sekh Alauddin ও Sk Saifuddin S/o. Allauddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15678 নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Mondal (old name), S/o. Profulla Mondal, R/o. 2 No. Rabindranagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Prabir Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Probir Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Probir Mondal & Prabir Mondal S/o. Profulla Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15677 নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjit Majumder (old name), S/o. Ramesh Majumdar, R/o. 2 No. Rabindranagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ranjit Majumder নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ranjit Majumdar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ranjit Majumdar & Ranjit Majumder S/o. Ramesh Majumdar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, **SABIHA NAAZ** w/o Md Rahmat Ali of 2/1 Service Block of Mohan Garden, Kamalgazi, PO & PS-Narendrapur, Kol. 103 by a Regd. Deed on 11/06/26, from 0/0 DSR-3, S 24 Pgs, recorded in **Being No I- 9987** purchased from **MD RAHMAT ALI** S/o Md Shamsul Haque of same address, who was PoA of **FITU BISWAS** S/o Nausad Biswas of Rajanagar, PO-Laskarpur, PS-Lalgola, Dist. Murshidabad, W.B., and GPA holder **RABIUL ALAM MOLLA** s/o Lt. Daud Ali Molla of Ukhila Majherpara, PO & PS-Narendrapur, Kol. 103 POA of **Habibar Rahaman Mallick** and **Meherun Nessa Bibi** both are son & d/o Golam Rob Mallick of Ukhila Majherpara, PO & PS-Narendrapur, Kol. 103, & now mutating said ***Shali*** & ***Danga*** land measuring **4.3863 Dec.** (M/L) at Mouza **Ukhila Paikpara,** JL No **56**, comprised in **LR Dag No 2527, 2537 & 2535** under **LR Khatian No 2799, 370-3 & 1396**, Block-**Sonarpur**, PS-Narendrapur, Dist. South 24 Pgs., related 2 registered POA dated 29/09/11 & 18/09/20, both in the 0/0 ADSR, Sonarpur, recorded in **Being No IV-2115 & I-3124 (POA)**. That's my true concern & if any person/s has/have any claim or demand in or upon the aforesaid mutation **MN/2026/1615/15209,** contact with the Sonarpur BL&LRO on 16/07/2026, failing no further claim and demands entertained.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

শিল্পপতিরা বাংলামুখী হচ্ছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচা পাটের অভাব এবং অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে গত ৬ জুন মালিকপক্ষ মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল। মিল বন্ধের জেরে কর্মহীন হয়ে পড়েন প্রায় তিন হাজার শ্রমিক। সোমবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক জট কেটে যায়। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী ৩ জুলাই থেকে মিল পুনরায় খুলে যাবে।

মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, 'রাজ্যে ১৮ টি জুটমিল বন্ধ ছিল। তিনটে মিল খুলে গেল। আরও কয়েকটি মিল খুলবে। আশা করছি, আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত বন্ধ মিল খুলে যাবে। শ্রমমন্ত্রীর কথায়, শ্রমিকদের যেমন কাজ করতে হবে। তেমনি মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।' শ্রমমন্ত্রী আরও বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমিক ইউনিয়নের দরকার আছে। কিন্তু তৃণমূল জমানায় আইএনটিটিইউসি নেতারা সমস্ত সুবিধা ভোগ করেছে। তাঁর কটাক্ষ, সরকার চলে যাওয়ার পর তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসি উঠেই গেল কোনও মিলে ওদের ইউনিট নেই।

শ্রমমন্ত্রীর দাবি, তৃণমূল জমানায় শিল্পপতিরা বাংলা ছেড়ে পালিয়েছেন। কিন্তু এখন শিল্পপতিরা বাংলামুখী হচ্ছেন। চা বাগানের সমস্যা তুলে ধরে মন্ত্রীর অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জির পরিবার ১৮ টা চা বাগান জোর করে দখল করে নিয়েছে। নৈহাটি জুটমিল বন্ধ নিয়ে শ্রমমন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী এবং তাঁর ভাই কমল অধিকারীর গুণ্ডামির কারণে নৈহাটি জুটমিল বন্ধ হয়েছিল। শ্রমিক ইউনিয়নের নামে এঁরা দুধেল গাই হয়ে গিয়েছিল। যেটা একদম ঠিক নয়। শ্রমমন্ত্রীর অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা মিলে তোলাবাজি করেছে। মিল দখল করেছে। এঁরা মিলের সম্পত্তি লুঠ করেছে। এদিকে মিল খোলার খুশিতে নৈহাটি জুটমিলের শ্রমিকরা গেরুয়া আবির মেখে পটকা ফাটিয়ে আনন্দে মাতলেন।

'ব্যারাকপুর-কল্যাণী এইমস পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ দীর্ঘদিন ধরে থমকে রয়েছে। প্রস্তাবিত সেই মেট্রো রুটে টালা ট্যাঙ্কের পাইপ লাইন না সরানোর দরুন কাজ এগোয়নি। সম্প্রতি একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর জট কাটতে চলেছে। মঙ্গলবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নোয়াপাড়ার নিকাশি-সহ বেশ কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে কেএমডিএ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠক শেষে মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, বরানগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের জন্য বিগত সরকারের আমলে ২৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সমস্যা মিটিয়ে মেট্রো প্রকল্প সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে। তাঁর দাবি, যাতে ব্যারাকপুর থেকে কল্যাণী এইমস পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারন করা যায়। তার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিজের নোয়াপাড়া কেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, খালগুলোর সংস্কার করার প্রয়োজন। নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশায় পরিণত। মনিরামপুরে জবরদখল মুক্ত করতে হবে। সমস্ত বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সমস্যা কাটাতে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

মনরেগার পরিবর্তে 'ভিবি-জি রাম জি' প্রকল্প, নয়া কর্মসংস্থান আইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের (মনরেগা) পরিবর্তে আজ, ১ জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হতে চলেছে বিকশিত ভারত, গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভিবি-জি রাম জি আইন। নতুন আইনের আওতায় রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জীবিকা সুরক্ষাকে একত্রিত করে নতুন কর্মসূচি চালু করছে কেন্দ্র ও রাজ্য।

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর ইতিমধ্যেই ২৯ জুন এই প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ১ জুলাই থেকে তা কার্যকর হবে এবং রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞাপিত গ্রামীণ এলাকায় এই প্রকল্প চালু হবে। নতুন আইনে রাজ্যের প্রায় ২ কোটি ৫৬ লক্ষ জব কার্ডধারী উপকৃত হবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রতিটি যোগ্য গ্রামীণ পরিবারকে বছরে ১২৫ দিনের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রস্তুত করা 'বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা'র ভিত্তিতে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত হবে, যা প্রধানমন্ত্রীর 'পিএম গতি শক্তি' জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে সমন্বিত থাকবে।

প্রকল্পে ব্যয়ের অনুপাত থাকবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ৬০৪০ হারে ভাগ হবে।কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক ৮,৫০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করেছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার ৫,৬৭২ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছে। মজুরি সরাসরি ডিবিটি-স্পর্শ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে। মজুরি ছাড়া অন্যান্য খরচও হবে এসএনএ-স্পর্শ মডিউলের মাধ্যমে।

সরকারি নথি অনুযায়ী, প্রকল্পের অধীনে চারটি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ মূল পরিকাঠামো নির্মাণ, জীবিকাভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং চরম আবহাওয়ার প্রভাব মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দফতরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক কাঠামোতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। জেলাশাসক হবেন জেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী, মহকুমাশাসক থাকবেন মহকুমা কর্মসূচি সমন্বয়কারী এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক হবেন প্রোগ্রাম অফিসার। উপভোক্তাদের নথিভুক্তিকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নথি সংরক্ষণের দায়িত্ব মূলত গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপরই থাকবে। কৃষিকাজের ব্যস্ত মরসুমে শ্রমিকের ঘাটতি এড়াতে বছরে মোট ৬০ দিনকে বাধ্যতামূলক 'নো-ওয়ার্ক' সময় হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এই সময়ে প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকবে।

নিবন্ধিত পরিবারের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অদক্ষ শ্রমের কাজ দাবি করতে পারবেন। আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে। তা না হলে সংশ্লিষ্ট পরিবার বেকারভাতার অধিকারী হবে। একই সঙ্গে মাস্টাররোল বন্ধ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি না-মিললে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণও দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বার্ষিক আর্থিক সমীক্ষা, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সামাজিক নিরীক্ষা, জেলাভিত্তিক ওম্বাডসম্যানের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তি এবং বিভিন্ন স্তরে বাধ্যতামূলক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভৌগোলিক পরিকল্পনা, সম্পদের জিও-ট্যাগিং, ডিজিটাল এস্টিমেট প্রস্তুতি, বায়োমেট্রিক উপস্থিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির ব্যবস্থাও চালু হবে। রাজ্যস্তরে এই প্রকল্পের তদারকির জন্য গঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কাউন্সিল। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী তার সভাপতি থাকবেন। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি সামগ্রিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন দফতরের সমন্বয় এবং জেলার কর্মক্ষমতার মূল্যায়ন করবে। সরকারের দাবি, শুধুমাত্র মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্পের সীমা ছাড়িয়ে এই নতুন কর্মসূচি গ্রামীণ উন্নয়ন, জীবিকা বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনশীলতা, ডিজিটাল প্রশাসন এবং টেকসই পরিকাঠামো নির্মাণকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসবে। সব প্রশাসনিক ও আইনগত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ায় ১ জুলাই থেকেই রাজ্যজুড়ে প্রকল্পটি কার্যকর করতে প্রস্তুত সরকার।

গণসেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া পুর কর্পোরেশনের ৩৬ নং ওয়ার্ডের অরিহন্ত অ্যাপার্টমেন্টে একটি নতুন গণসেবা কেন্দ্রের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন।

সাধারণ মানুষের সুবিধা ও সেবার জন্য বিজেপি নেতা ভারত পুলাসারিয়া এবং ধনঞ্জয় আগরওয়ালের উদ্যোগে এই গণসেবা কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সমাজকর্মী এবং এলাকার বহু বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন। এই গণসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নাগরিকদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য, আবেদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সুবিধা যাতে যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে সহজ ও স্বচ্ছ উপায়ে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে। এই উপলক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন যে, সরকারি প্রকল্পের সুফল যেন শেষ ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা প্রত্যেকের দায়িত্ব।

বিশ্ববাংলার 'ব' সরিয়ে আইএএসদের গাড়িতে নয়া পতাকা, বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আগের সরকারের ব্যবহৃত বিশ্ববাংলার 'ব' লোগো সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এবার সেই পরিবর্তনের ছাপ পড়ল রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সরকারি গাড়ির পতাকাতেও। এতদিন আইএএস আধিকারিকদের গাড়ির সামনের অংশে ব্যবহৃত 'ব' চিহ্নযুক্ত পতাকার পরিবর্তে এবার নেভি ব্লু বা গাঢ় নীল রঙের পতাকায় অশোকচক্র-সহ ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবার প্রতীক ব্যবহার করা হবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

নবান্নের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের আইএএস সেলের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০১৭ সালের ১৯ জুনের পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির আংশিক সংশোধন করে নতুন পতাকার নকশা, রং ও ব্যবহারবিধি কার্যকর করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী আইএএস আধিকারিকদের পরিচিতি ও সরকারি মর্যাদা আরও স্পষ্ট করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, আধিকারিকের পদমর্যাদা অনুযায়ী পতাকার আকার নির্ধারিত হবে। মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং প্রধান সচিবদের জন্য থাকবে আয়তাকার পতাকা, সচিব পর্যায়ের আধিকারিকদের জন্য লেজাকৃতি এবং কমিশনার বা সমমর্যাদার আধিকারিকদের জন্য ত্রিভুজাকার পতাকা। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলাশাসকদের ক্ষেত্রেও পৃথকভাবে পতাকার ধরন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই পতাকার রং হবে নেভি ব্লু এবং তাতে থাকবে অশোকচক্র-সহ ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবার প্রতীক।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, পতাকা শুধুমাত্র সরকারি কাজে ব্যবহৃত গাড়িতেই প্রদর্শন করা যাবে। আধিকারিক গাড়িতে না-থাকলে পতাকা খুলে রাখতে হবে। পতাকা সবসময় পরিষ্কার ও সঠিক অবস্থায় রাখতে হবে এবং কোনওভাবেই ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা যাবে না। পতাকা ও পতাকাদণ্ড সংগ্রহের দায়িত্ব থাকবে পরিবহণ দপ্তরের ওপর এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করবে মুখ্য সচিবের দপ্তর।

উল্লেখ্য, আগের সরকার আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিশ্ববাংলার 'ব' প্রতীকসংবলিত পতাকার নকশা তৈরি করেছিলেন। আয়তাকার, লেজাকৃতি এবং ত্রিভুজাকার, এই তিন ধরনের পতাকাই এতদিন আইএএস আধিকারিকদের সরকারি গাড়িতে ব্যবহৃত হত। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই পতাকা সরিয়ে এবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নতুন প্রতীকযুক্ত পতাকা চালু করা হচ্ছে।

শনিবার, ২৭ জুন এমসিসিআই কনফারেন্স হলে আয়োজিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক এমসিসিআই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় কুমার দাস, বিশেষ সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ ও রাজ্য তথ্য নিরাপত্তা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং স্পর্শ নীলাঙ্গি, আইপিএস, ডিসি (সাইবার ক্রাইম), ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা।

রবিবার বেলেঘাটায় ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে 'আমরা সবাই স্পোর্টিং ক্লাব' এক সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচি আয়োজন করল এবং ওই দিন সন্ধ্যায় স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও খাতা বিতরণ এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। জনহিতকর এই মহৎ প্রচেষ্টায় ৬০ জন রক্তদাতা আমাদের এই ক্লাবে রক্তদান করেছেন এবং এর সঙ্গে একশো খুদে সদস্যদের খাতা বিতরণ করা হয়েছে।

সপ্তর্ষি চৌধুরীর উদ্যোগে বুদ্ধদেব গুহের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহের জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল বঙ্গীয় গ্রন্থ শিল্প পরিষদ। সাহিত্যিকের সৃষ্টি, প্রকৃতিপ্রেম এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অবদানকে স্মরণ করতেই এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সপ্তর্ষি চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেবজিৎ চক্রবর্তী, দেবজিৎ সরকার, প্রসেনজিৎ বক্সী-সহ অন্যান্য আয়োজকেরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব গুহের কন্যা মালিনী গুহ, জিষ্ণু বসু, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তারা 'মাধুকরী', 'কোয়েলের কাছে'-সহ বুদ্ধদেব গুহের কালজয়ী সাহিত্যকীর্তির কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান আগামী প্রজন্মের কাছেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে। তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিকের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও বিস্তৃত ভাবে পৌঁছে দেওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ জুলাই ২০২৬, ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩, বুধবার

মতপ্রকাশের অধিকার সকলের

বইমেলা নিয়ে জল্পনার মাঝে শমীকের স্পষ্ট বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা বইমেলার ভবিষ্যৎ ও পরিচালনা নিয়ে চলা জল্পনার মধ্যে মঙ্গলবার মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কলকাতা বইমেলা মানুষের আবেগের জায়গা। এত বড় আয়োজন করতে গেলে কিছু ক্ষোভ, সমস্যা বা বিচ্যুতি থাকতেই পারে।

বইমেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়ে বিভিন্ন প্রকাশকের অসন্তোষের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, সবাই জায়গা পান না, তাই কিছু অভিযোগ থাকবেই। তবে সেটাকে স্বাভাবিক ভাবেই দেখতে হবে। এদিন রাজ্যের আগের সরকারের সমালোচনা করে তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন সরকার চললেও তা প্রকৃত অর্থে রাজ্যের সরকার হয়ে উঠতে পারেনি, বরং দলীয় সরকার হিসেবেই কাজ করেছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বিভাজনের বিরোধিতা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, সাহিত্যজগতে অস্পৃশ্যতার কোনও জায়গা নেই। কারও রাজনৈতিক পরিচয়ের জন্য তাঁকে আলাদা করে দেখা উচিত নয়। মঙ্গলবার একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, মতপ্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। বিজেপির এ ধরনের অসহিষ্ণু আচরণের কোনও কর্মসূচি বা এজেন্ডা নেই। কেউ এমন কাজ করলে তাঁকেই তার দায় নিতে হবে। শমীকের এই মন্তব্যের পর বইমেলার পরিচালনা বা ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়ে জল্পনা আরও জোরাল হয়েছে। যদিও বইমেলায় কোনও প্রশাসনিক পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি।

ডিম-রাজনীতি থেকে শিক্ষানীতি

দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক প্রতিবাদে ডিম ছোড়ার ঘটনাকে সমর্থন করে না বিজেপি। একই সঙ্গে 'ভালো তৃণমূল' মন্তব্যের ব্যাখ্যা, শিক্ষকদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ভারতের ইতিহাস নিয়ে দলের দৃষ্টিভঙ্গিও মঙ্গলবার ফের সকলের সামনে তুলে ধরলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার কলকাতায় বিজেপির শিক্ষক সেলের সম্মেলনে একাধিক বিষয়ে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন তিনি।

সাম্প্রতিক ডিম ছোড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শমীক বলেন, 'ডিম ছোড়ার রাজনীতি বিজেপির এজেন্ডায় নেই। এ ধরনের প্রতিবাদের সংস্কৃতিকে আমরা সমর্থন করি না। এতে বাংলার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' কিছুদিন আগে করা 'ভালো তৃণমূল' মন্তব্য নিয়েও এদিন তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তাঁর দাবি, 'যাঁরা দুর্নীতি, চাকরি বিক্রি, সিন্ডিকেট বা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁদের সমর্থনও আমরা চাই।' তাঁর মতে, এই মন্তব্যকে ঘিরে যে বিতর্ক হয়েছে, তা তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভেরই প্রতিফলন।

শিক্ষকদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্নে বিজেপির রাজ্য সভাপতি জানান, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তাঁর বক্তব্য, চাকরির নিরাপত্তার দিকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রিসভা। সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া সংক্রান্ত মামলায় পূর্বতন রাজ্য সরকারের সরকারি অর্থে আইনজীবী নিয়োগের সমালোচনাও করেন তিনি। রাজ্য সরকারের কাছে এই খাতে ব্যয়ের হিসাব প্রকাশের দাবি জানিয়ে বলেন, এটা সরকারের টাকা নয়, মানুষের করের টাকা। তাই সেই ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা উচিত। শিক্ষকদের ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নয়, সমাজে মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনা গড়ে তোলাও। জাতীয় শিক্ষানীতির প্রশংসা করে তিনি দাবি করেন, ভারতের ইতিহাস ও জ্ঞানচর্চার অবদানকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, 'আমরা শুধু সিলেবাস বদলাতে চাই না, ভারতের সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চার প্রকৃত ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।' পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানের শেষে শমীক বলেন, সরকার নীতি প্রণয়ন করবে, আর দল মানুষের দাবি সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর নজর রাখবে।

অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার পক্ষে স্থগিতাদেশে 'না' আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কারণ, তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের আর্জি উড়িয়ে দিয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার পক্ষে কোনও স্থগিতাদেশ দিল না আদালত। এরপরই এই মামলা ছাড়েন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। যেহেতু এই সংক্রান্ত অন্য মামলা চলছে অন্য বিচারপতির এজলাসে, তাই মামলা কে শুনবেন ঠিক করবেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, ছাব্বিশে ভোটের প্রচারে গিয়ে ডিজে বাজানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি বলেছিলেন, 'চার তারিখ বারটার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা। কার দিল্লির বাবা তাঁকে বাঁচাতে আসে আমি দেখব। আর চার তারিখ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হন স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, আর এমন জোরে বাজবে কান ঝালাপালা করে দেব।'

অভিষেকের এই বক্তব্য নিয়ে মামলা হয়। তদন্তে নেমে আধিকারিকরা তাঁর কণ্ঠের নমুনা পরীক্ষা করাতে চান। ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ। এরপর বিচারপতি কৌশিক চন্দ মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। কিন্তু শুনানি হয়নি। মামলাটি পরে ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। সঙ্গে ছিল কণ্ঠস্বর নমুনা পরীক্ষারও দিন। তবে, অভিষেক আদালতের নির্দেশের আগে গলার পরীক্ষা দেবেন না বলে জানিয়েছিলেন।

এরপর মঙ্গলবার বিকেলে হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অয়ন ভট্টাচার্য সওয়াল করতে গিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলেন, 'ভয়েস স্যাম্পেলের কি প্রয়োজনীয়তা আছে তা নিয়ে। সঙ্গে এও জানান, যেখানে এই তদন্ত একটি ভিডিয়োর ওপরেই নির্ভর করছে। এটি একটি রাজনৈতিক ভাষণ। মামলাকারী নিজেই তাঁর স্যোশাল মিডিয়ায় আপলোড করে জানিয়েছে এটি কার বক্তব্য।

সেই সওয়াল শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের প্রশ্ন, যদি এর পরেও তদন্তকারী আধিকারিক মনে করেন ভয়েস স্যাম্পেল দরকার, তাহলে আদালত না বলতে পারে কি না তা নিয়ে। বিচারপতি ঘোষ এও জানতে চান, তদন্ত কী ভাবে করা হবে, কী কী দরকার সেটা কি আদালত ঠিক করতে পারে কি না তা নিয়েও। সঙ্গে বিচারপতি এও জানতে চান, 'মামলাকারী কি প্রশ্ন করতে পারেন স্যাম্পেলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। তদন্ত যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।' বিচারপতির মন্তব্যের পর রাজ্যের আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল, রাজদীপ মজুমদার জানান, তদন্তে সহযোগিতা করছেন না মামলাকারী। তবে, এই মামলায় বিচারপতি আর হস্তক্ষেপ করতে চাননি। এরপরই মামলা ছাড়েন বিচারপতি ঘোষ। এদিকে আলাদা করে আর কোনও রক্ষাকবচ দেওয়া হয়নি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সুমিতের আগাম জামিনের মামলায় হস্তক্ষেপ নয় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও অস্বস্তিতে অভিষেকের পিএ সুমিত রায়। আগাম জামিনের মামলায় হস্তক্ষেপ করলেন না বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আদালত থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, রাজ্যকে মামলা সম্পর্কে অবগত করা হয়নি, তাই মামলা শুনতে পারবে না বেঞ্চ। ফলে রেগুলার বেঞ্চে হবে মামলা।

প্রসঙ্গত, সুমিত রায়ের যে মামলা চলছিল তা শুনছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। কিন্তু তিনি না-থাকায় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলাটি আসে মঙ্গলবার দুপুর দু'টোর সময়। কিন্তু দেখা যায় মমালা সংক্রান্ত বেশ কিছু কপি নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। কারণ, বেশ কিছু কপি নাকি খুঁজেই পাওয়া যায়নি। এদিকে সুমিত রায়ের আইনজীবী স্পষ্ট সওয়াল করেছিলেন তাঁর মক্কেলের আগাম জামিনের পক্ষেই। সঙ্গে এও সওয়াল করতে গিয়ে আর্জি জানান, তিনি যদি পুলিশের কাছে যান সে ক্ষেত্রে পুলিশ যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর কোনও পদক্ষেপ করতে না-পারেন তা নিয়েও।

যদিও এরপরেও এদিন সুমিতকে কোনওরকম রক্ষাকবচই দেওয়া হয়নি কোর্টের তরফে। এখানেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার। তাঁর স্পষ্ট কথা, যদি কেউ অন্তর্বর্তী রক্ষাকবজ না-পান তা হলে পুলিশের হাত বাঁধা থাকে না। সোজা কথায়, পুলিশ যে কোনও ভাবেই চুপচাপ বসে থাকবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সন্ধান পেলেই পেলেই সুমিতকে গ্রেপ্তার করতে কোনও বাধা থাকছে না।

প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই জোরকদমে চলছে সুমিতের খোঁজ। তাঁর বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শালবনী থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ। তাঁর ভিত্তিতেই খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযোগ, যে ব্যক্তি অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাঁকে জমি দেওয়ার কথা বলে ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জমি মেলেনি। শুধু ওই ব্যক্তি নয়, আরও একাধিক ব্যক্তি তাঁর খপ্পরে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ছবি: অদিতি সাহা

সময়সীমা মেনে প্রকল্প শেষের নির্দেশ, পূর্ত-পিএইচই দপ্তরের বৈঠকে জোর দ্রুত বাস্তবায়নে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের পরিকাঠামো ও পানীয় জল পরিষেবার প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার উপর জোর দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে পূর্ত (সড়ক) এবং পিএইচই দপ্তরের পৃথক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দুই দপ্তরের মন্ত্রী ড. অজয় কুমার পোদ্দার, দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা এবং পিএইচই দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য।

পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের বৈঠকে জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, নির্মাণের গুণগত মান এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি নতুন গ্রিনফিল্ড জাতীয় সড়ক প্রকল্প এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হয়। অন্যদিকে, পিএইচই দপ্তরের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জল জীবন মিশনের আওতায় ৪,১০০টি গ্রামে শতভাগ কাজ শেষ করে সংশাপত্র নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি ৩১ মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পানীয় জল প্রকল্প দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুই বৈঠকেই মন্ত্রী ড. অজয় কুমার পোদ্দার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রকল্পগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, গুণগতমান বজায় রাখা এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করে তুলতে ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) সার্ভিসের সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার, ১ জুলাই বিকেল ৩টেয় কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠক। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

সপ্তাহ শেষে দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কারণ, রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থার, যেটি হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর প্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত, যা উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছে। এই দুই সিস্টেমের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকবে।

এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি থেকে রেহাই না-থাকলেও সপ্তাহের শেষে, বিশেষ করে উইকেন্ডে, পরিস্থিতির বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে এখনই প্রবল বৃষ্টির দাপট চললেও সপ্তাহান্তের দিকে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। এদিকে এর পাশাপাশি রাজ্যের পাঁচ জেলায় জারি করা হয়েছে ঝড়বৃষ্টির সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। রয়েছে বজ্রপাতের আশঙ্কা।

পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে। সঙ্গে রয়েছে ঝড় ও বৃষ্টির আশঙ্কা। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্তকতা।

দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় কমলা সতর্কতা। ঝড় ও বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সর্তকতা। দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার সকাল থেকেই মূলত আংশিক মেঘলা ছিল আকাশ। বৃষ্টি না-হলে গরম অস্বস্তি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির কমলা সর্তকতা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায় সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই জেলায় ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা। বাকি জেলাতেও বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়, বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।

বুধবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতা-সহ সব জেলায়।

সম্পাদকীয়

নয়াদিল্লির ‘সিন্ধু জল চুক্তি’ পুনর্বিবেচনার দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে

দেশভাগের পর থেকে ভারত ও পাকিস্তান, দুই দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া সিন্ধু নদ ও তার পাঁচটি উপনদী শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তার জল নিয়ে সমস্যা শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে। কারণ, জম্মু কাশ্মীর-সহ উত্তর ভারতের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষি এই নদীগুলির জলের ওপর নির্ভরশীল। উল্টোদিকে প্রায় একই অবস্থা হয় পাকিস্তানেও। সেখানেও সিন্ধু অববাহিকার নদীগুলির ওপর নির্ভরশীলতা খুব বেশি। এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে স্বাধীনতার প্রায় এক দশকের পর ১৯৬০ সালে দুই দেশ বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় এক যৌথ সিদ্ধান্তে আসে। সাক্ষরিত হয় সিন্ধু জল চুক্তি। যার মাধ্যমে দু’দেশই নির্বিঘ্নে সিন্ধু ও বাকি পাঁচটি নদীর জল ভাগাভাগি করে নেয়।১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই ঐতিহাসিক জল-বণ্টন চুক্তি। যা সিন্ধু জল চুক্তি খ্যাত। এই চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু নদের অববাহিকায় থাকা ৬টি নদীর জল সুনির্দিষ্টভাবে দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। পূর্বাঞ্চলীয় তিনটি নদী বিপাশা, শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে দেওয়া হয়। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় নদী সিন্ধু, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তার নদীর জল মূলত পাকিস্তান ব্যবহার করে। তবে, ভারত কিছু নির্দিষ্ট শর্তে যেমন, জলবিদ্যুৎ ও কৃষিকাজ, এই নদীগুলোর জলের একটি অংশ ব্যবহার করতে পারে। এই চুক্তির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল, বিশ্বব্যাঙ্ক এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী তৃতীয় পক্ষ হিসেবে যুক্ত ছিল। দুই দেশের মধ্যে জল ভাগের সমস্যা সমাধানে একটি ‘স্থায়ী সিন্ধু কমিশন’ গঠন করা হয়। তারপর থেকে সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তপারের সন্ত্রাস, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতবিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধে নয়াদিল্লি বারবার ইসলামাবাদকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর পহেলগাঁও হামলা ও সেই হামলায় স্পষ্ট পাক যোগ সামনে আসার পর নয়াদিল্লি এই চুক্তি পুনর্বিবেচনা বা সংশোধনের দাবি তোলে, যা মোটেই অযৌতিক নয়। ফলে সিন্ধুর জল নিয়ে পাকিস্তানের কান্নাকাটির বাস্তবিকই কোনও মূল্য নেই।

শব্দছক ২০৫ রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. ইরা ৩. পর্যুদস্ত ৫. জঙ্গলস্বরূপ ৬. গঙ্গার অষ্টপুত্র ৮. কোন সময়ে ১০. দিবস ১২. গোর দেওয়ার ঘেরা ময়দান ১৪. লাভার অদূরে গিরিবর্ত্ম ১৬. যার অপর নাম জীবন ২১. ইংরাজীতে পেলিক্যান ১৯. জলের সমার্থক শব্দ ২১. খদ্যোৎ ২২. তৃণনির্মিত এক প্রকার আস্তরণ ২৩. কৃত্রিম

ওপর-নিচ: ১. আলাদা ২. বাতাস দেওয়া ৩. অশুভ দিবস হিসেবে চিহ্নিত ৪. রামচন্দ্রের এক পুত্র ৭. সুন্দর মনের অধিকারিণী ৯. প্রচুর খরচ করেন যিনি ১১. পুরুষ ব্যক্তি ১২. ভাগ্যের ফের ১৩. আদর-আপ্যায়ন ১৪. রাত্রি ১৫. লজ্জা ১৭. বাসস্থান ১৮. বক্র-এর বিপরীত ২০. লক্ষ্মীদেবী

সমাধান ২০৪ — পাশাপাশি: ১. মন্দ ২. পরাণ ৫. তুরগ ৬. মামা ৭. রস ৯. বাতানুকুল ১১. মাংসাসী ১৩. দয়াবান ১৬. ভিজেবেড়াল ১৮. সব ১৯. ক্ষুর ২০. পক্ষী ২১. খাঁকতি ২২. যত্ন

ওপর-নিচ: ১. মনোরমা ২. পরবাসী ৩. রাগতা ৪. বমাল ৬. মাকু ৮. সং ১০. নুলিয়া ১২. সাজবে ১৩. দলপতি ১৪. বাস ১৫. নবরত্ন ১৬ ভিক্ষুক ১৭. জের

আজকের দিন

- **১৮৬৩** — আমেরিকান গৃহযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধ ১লা জুলাই শুরু হয়েছিল।
- **১৯৪৬** — মার্কিন সামরিক বাহিনী বিকিনি অ্যাটলে ‘অপারেশন ক্রসরোডস’ নামে পারমাণবিক পরীক্ষা করে।
- **১৯৯৭** — যুক্তরাজ্য হংকং-এর সার্বভৌমত্ব চীনের কাছে হস্তান্তর করে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায়।

জন্মদিন

- **১৯৩৮** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দুরাই মুরাগনের জন্মদিন।*
- **১৯৪৯** *ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর জন্মদিন।*
- **১৯৮৪** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুরলী বিজয়ের জন্মদিন।*

বেঙ্কাইয়া নাইডু

বিধানচন্দ্র রায় আজও বাংলার কিংবদন্তি মুখ্যমন্ত্রী এবং এক প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিধানচন্দ্র রায়ের (১.৭.১৮৮২-১.৭.১৯৬২) নাম মূলত দুটি কারণে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এখনও এজন্য তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রথমত, ১৯৪৮ থেকে তিনি আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর (দ্বিতীয়) গুরুদায়িত্ব সফল ভাবে পালন করে নজির সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাঁকে ‘আধুনিক বাংলার রূপকার’ বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর পরিকল্পনাতেই দুর্গাপুর, কল্যাণী ও বিধাননগর উপনগর গড়ে তোলা হয়েছে। অন্য যে-পরিচয়টি তাঁকে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব করে তুলেছে, সেটি হল তাঁর চিকিৎসক পরিচিতি। ভারত সরকার তাঁর জন্মদিনটিকে ‘জাতীয় চিকিৎসক দিবস’ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর আরও যেসব উল্লেখযোগ্য পরিচয় রয়েছে, সেগুলি হল কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র (১৯৩১-৩২) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪২) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবেও পরিচিত হতে পারতেন। শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। এছাড়া জাহাজ, বিমান ও ইপিয়ারেন্স ব্যবসার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ফলে জাতীয় জীবনে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিধানচন্দ্রকে ভারত সরকার ১৯৬১-র প্রজাতন্ত্র দিবসে ‘ভারতরত্ন’ সম্মানে ভূষিত করে তাঁকে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু এতসবের পরেও বলতে হয়, বিধানচন্দ্র রায় আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে ‘আধুনিক বাংলার রূপকার’ বলে, কিংবা, তাঁর জন্মদিনকে ‘জাতীয় চিকিৎসক দিবস’ হিসাবে পালন করেই তাঁর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। তিনি আজও মেঘে ঢাকা তারা। তাঁকে যেমন আবিষ্কারের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা জরুরি ।

আজও বাংলার উন্নয়নে বিধানচন্দ্রের অবদানকে পরম শ্রদ্ধায় সঙ্গে স্মরণ করা হয় ঠিকই, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করে বাকি উন্নয়নের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয় না। অর্থাৎ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আমাদের দায় সারার মানসিকতা আজও সজীব, কিন্তু তাঁকে মেনে চলার ফুরসৎ আমাদের নেই। অন্যদিকে তাঁর পরিচয় খ্যাতিতে মোড়া। অর্থাৎ বিধানচন্দ্রের রক্ত-মাংসের মানুষের অস্তিত্বকে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার কারণে অস্বীকারের মাত্রায় অসাধারণের মোড়কে ব্যতিক্রমী করে রাখা হয়েছে। অথচ তাঁর মহাজীবনকে রক্তমাংসের মানুষের আধারে ছড়িয়ে দিলে সেই মহানুভবতায় অপরকে সামিল করা সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। সেদিক থেকে তিনি কত বড় মাপের চিকিৎসক ছিলেন, তার চেয়ে একজন চিকিৎসককে কত বড় মাপের মানুষ হতে হয় তার আলোয় তাঁকে অনুভব করা এই সময়ের প্রেক্ষিতে একান্ত জরুরি। যেখানে মানুষের দুবেলা আহার জোটে না, সেখানে শারীরিক রোগের চিকিৎসা করা বিলাসিতারই সামিল। সেদিক থেকে শরীরের চিকিৎসার পূর্বে মানুষের অভাবের চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন। তা না-হলে অনাহারে অপুষ্টিতে দরিদ্র মানুষের কঙ্কালসার দেহই আমাদের সামনে ব্যঙ্গচিত্রের আস্বাদন বয়ে এনে আমাদের অমানবিক দিকের পরিচয়কেই প্রকট করে তুলে ধরে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রোগীর মুখ দেখেই তার নিদান দিতে পারতেন। কেননা তিনি অনায়াসেই তাঁর মহানুভবতায় রোগীর অন্তরে প্রবেশ করে অন্ত্রের সঙ্গীন অবস্থায় পৌঁছাতে পারতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরিসরে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আসায় বিধানচন্দ্রের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে গড়ে তোলার অবকাশ ছিল এবং তা তিনি স্বকীয় প্রতিভায় সম্পন্ন করেছেন। এমনকি, তিনি তাঁর মহানুভবতায় বিরোধী দলেরও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিলেন। সেরকম দৃষ্টান্ত আজ সত্যিই বিরল। আর তাই তাঁর মহানুভবতার আলোয় আমাদের পথ চলার সোপান তৈরি করা একান্ত কাম্য। কেননা নিজের কৃতকর্মের মাধ্যমে কীভাবে একজন শাসক শাসিতের হৃদয়ে আপনার জন হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক পরিচয়ের শক্ত আবরণে আবৃত থাকা সত্ত্বেও তাকে অনাবৃত করে কী করে সকলের সামনে আত্মপরিচয়কে মেলে ধরা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত তিনিই আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুযোগ্য ব্যক্তির দৌলতে কোনো পদ কীভাবে আমজনতার হৃদয়ের আসনে পরিণত হতে পারে, তার নিদর্শন তো মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। আজ যখন ক্ষমতার অলিন্দে পদে আসীন ব্যক্তিমাত্রই আমজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং মানুষের অশ্রদ্ধার কারণ হয়ে ওঠেন, তখন তাঁকে বেশি করে মনে পড়ে। আসলে সেক্ষেত্রে পদে আসীন ব্যক্তিমাত্রেই সেই পদ হয় আপদ, নয় বিপদ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সেই পদের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ ভেবে বসার বাতিক ভর করে। সেক্ষেত্রে পদের গুরুত্ব আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। সেখানে এই ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনৈতিক আসরে বিধানচন্দ্র রায়ের মতো শাসকের বড়ই প্রয়োজন। কথায় আছে ক্ষমতার আসনে বসলেই মানুষের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সেই চেহারার নিকষে বিধানচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি খাঁটি সোনা। আমাদের এই ভেজালের দিনে ২৪ ক্যারেট সোনার প্রত্যাশা করতেও ভয় হয়। সেখানে চিরকুমার বিধানচন্দ্রের সুবর্ণগোলক মহানুভব আমাদের সদাই পরশপাথরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেজন্য তাঁর প্রতি বাৎসরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কৃত্রিমতাকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর মহানুভবের রসদকে আমজনতার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ভীষণ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাগরময় ঘোষের ‘একটি পেরেকের আত্মকাহিনী’ বড়ই অপ্রতুল মনে হয়। কেননা তিনি যে মহানুভবতার অফুরন্ত খনি। সেই খনির দিকে বারে বারেই আমাদের চোখ ফেরাতে হবে, হাত পাততে হবে, আবার অনুসন্ধানও চালাতে হবে। তাতে নির্ভেজাল মনের তৃষ্ণা অন্তত একটু হলেও বৃদ্ধি পেলে জীবনধন্য হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বিধানচন্দ্র রায় একসাথে ডাক্তার, রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক

রথীন চন্দ

বহুমুখী প্রতিভাবান ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় একসাথে ডাক্তার, রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিক। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রশ্মি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা রোগীকে ডাকতেন। রোগী এমন ডাক্তারকে ঈশ্বর বলে ডাকতেন। প্রয়োজনে তিনি নিজের ফি না নিয়ে রোগীর খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ডাক্তারের সেবাই ছিল তাঁর কাছে সর্বপ্রথম। ডাক্তার হিসেবে জনসেবার লোককাহিনী এখনও আলোড়িত।

রূপকার বিধান স্বাধীনতার পর চন্দ্র , রায় দেশের শিল্প স্বার্থে এবং শক্তিশালী শিল্প নির্দেশনা প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্রে দুর্গাপুর নামে একটি শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপুরের নামকরণ করা হয়েছে দুর্গাচরণ চ্যাটার্জির নামে। দুর্গাপুর ১৯৫০ সালে পবন এবং ১৯৫৫ সালে আমেরিকান স্থপতিদের নকশায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। উদ্যোগ পুরুষ বিধান চন্দ্র রায়

কল্যাণী ছিল আমেরিকানদের একটি সামরিক ঘাঁটি এবং রুজভেল্ট নগর ১৯৫০ সালে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ১৯৫১ সালে তৎকালীন গভর্নর মাঝারি শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

এরপর একে একে বিধান নগর, হাবড়া ও অশোকনগর কর্মযোগী এর উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল বিধান চন্দ্র রায়।

ডক্টর রায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত গম ও আখ চাষের উদ্যোগ। শরণার্থী সমস্যার কারণে রাজ্যে খাদ্য ঘাটতির মুখোমুখি হয়ে, তিনি ধানের পাশাপাশি গম চাষ শুরু করে রুটির মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার একটি উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আখ চাষের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তিনি শরণার্থী জনগণের জীবিকা এবং বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারি বাস পরিবহনে ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর নিয়োগের মাধ্যমে বেকারত্ব সমস্যা কমানোর উপায় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

বিধান চন্দ্র রায় কলকাতার চিকিৎসার জন্য যাদবপুর টিবি হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি লন্ডনে উচ্চশিক্ষার জন্য ৩০ বার আবেদন করেছিলেন এবং তারপরে ডিন কর্তৃক তা গৃহীত হয়েছিল।

বিধান রায় কেমন ডাক্তার ছিলেন, তার জীবনের কিছু ঘটনা তুলে ধরলে বোঝা যাবে যে, ডাক্তার হিসেবে তার খ্যাতি ছিল তার অপরিসীম জ্ঞান, দক্ষতা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষতার কারণে।

বিধানচন্দ্র রায় বার্মা থেকে বেলুচিস্তান পর্যন্ত একজন চিকিৎসক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং তৎকালীন বিখ্যাত রাজনীতিবিদরা সারা বিশ্ব থেকে তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। বিদেশ থেকে চিকিৎসা শিক্ষা পাস করার পর, তিনি মহাত্মা গান্ধী নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মতিলাল নেহেরুদের চিকিৎসা করেছিলেন। এমনকি আমেরিকান রাষ্ট্রপতি কেনেডির সৌজন্য সাক্ষাতের সময় এই রোগে আক্রান্ত হন, কেনেডির ব্যক্তিগত ডাক্তার তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি একজন রাজনীতিবিদ, আপনার এই রোগ কীভাবে হল, তিনি উত্তর দেন, আমি প্রথমে একজন ডাক্তার, তারপর একজন রাজনীতিবিদ। পরবর্তী ঘটনা, যখন তিনি কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি কারাগারের বন্দীদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। সেই কারণে, যখন তিনি কারাগারের বন্দীদের চিকিৎসার জন্য ঘুরতে যেতেন, তখন তিনি প্রথমে সরকারি ডাক্তারদের পিছনে থাকতেন। একদিন যখন কারাগারের ডাক্তার দেরি করে আসেন, তখন তিনি নিজেই সমস্ত কারাগারের বন্দীদের পরীক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন যখন ডাক্তার আসেন। প্রবেশের পর, তিনি ডাক্তারকে তাঁর স্মৃতি থেকে ৪০ জন কারাগারের রোগীর প্রেসক্রিপশন বলেছিলেন।

তারপর তিনি কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন চেয়ে পাঠান কারণ তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কথা পড়েছিলেন এবং ভুল চিকিৎসার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এবং নিজেই তদন্ত করুন।

কবি জীবনানন্দ দাশ যখন ট্রাম ক্যাচারে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিলেন, তখন তাকে হাসপাতালে কোনও কেবিন দেওয়া হয়নি। তার নির্দেশে তাকে একটি কেবিন দেওয়া হয়েছিল এবং বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল।

বিধানচন্দ্র রায় ৬৫ বছর বয়সে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি চারটি শহরের রূপকার ছিলেন। একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি অনেক কঠিন আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন এবং অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। অপবাদ দেওয়ার পাশাপাশি, রাজনীতি করার সময়, তিনি দেশের জন্য কাজ করার জন্য তার জমি এবং শেয়ার বিক্রি করেছিলেন। ৮০ বছর বয়সে তার জন্মদিনে তিনি মারা যান।

কৌঁ-আনকৌঁ

ভিক্টোরিয়া হাউস এবং তার চারপাশে আগেকার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি থাকে। অর্থাৎ বর্তমানের ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা অনুযায়ী এখানে জমায়েত করা নিষিদ্ধ। তাই ২১ জুলাই ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ দিবস পালনের অনুমতি পাবে না কেউ।

অজয় নন্দা, পুলিশ কমিশনার

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে বন্যা প্রতিরোধের উদ্যোগ

চার বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রকৃতির নিয়মেই বর্ষার জল শুরু হয়ে গেছে বাংলা জুড়ে। এই বর্ষার জল যত বাড়বে ততই উত্তাল হয়ে উঠবে আরামবাগ মহকুমার উপর দিয়ে প্রভাবিত দ্বারকেশ্বর নদী থেকে শুরু করে মুন্ডেশ্বরী, দামোদর নদী। তাই বন্যাকবলিত আরামবাগ মহকুমাকে সুরক্ষিত করতে আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল মঙ্গলবার। এই বৈঠকে মূলত আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীর উপর রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প সেতু তৈরি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীবাঁধ সংস্কার ও তারকেশ্বর থেকে পুরশুড়ার খুশিগঞ্জ হয়ে চব্বিশপুর পর্যন্ত বাস চলাচল নিয়ে আলোচনা হয়। এমনটাই জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমার চার বিধায়ক। আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, গোঘাটের বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। প্রসঙ্গত, প্রায় প্রতি বছরই আরামবাগ মহকুমা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। তাই বর্ষার মরসুমে নদীবাঁধ সংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগাম

পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তৃণমূল সরকারের সেইভাবে কোনও পরিকল্পনা ছিল না। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প সেতুর খুবই প্রয়োজন। ওই জায়গায় সেতু তৈরির কাজ দ্রুত শুরু না হলে প্রায় ছয় সাতটি জেলার মানুষ সমস্যায় পড়বে। আর বর্ষা শুরু হয়ে গেলে নদীর জল কানায় কানায় হয়ে গেলে সেতুর কাজ করা আর সম্ভব হবে না। অন্যদিকে পুরশুড়ার খুশিগঞ্জ হয়ে চব্বিশপুর পযন্ত বাস চলাচলের দাবি দীর্ঘ কয়েক বছরের। এটা চালু হলে কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিগন্ত খুলে যাবে। তাই এই সব বিষয়গুলো কিভাবে দ্রুত রূপায়ন করা যায় সেই নিয়ে জেলাশাসক থেকে শুরু করে মহকুমা শাসক-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আলোচনা করেন চার বিজেপি বিধায়ক। এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের সরকার দ্রুত কাজ রূপায়নে বিশ্বাসী। বর্ষা আসছে তার নদী বাঁধ সংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প সেতুর কাজ যাতে দ্রত শুরু হয় সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়।' অপরদিকে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, 'বিজেপি ভোটের আগে যে সব প্রতিশ্রুতি রাজ্যবাসীকে দিয়েছিলেন তা পুরণ করার জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার কাজ করছে। সেই মতো আরামবাগ মহকুমার উন্নয়ন থেকে শুরু নদীবাঁধ সংস্কার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রামকৃষ্ণর বিকল্প সেতু তৈরির কাজ হবে। আমরা বৈঠকে সেই বার্তা দিয়েছি।' সবমিলিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয় সেই দিকে তাকিয়ে আরামবাগ মহকুমাবাসী।

অন্ডাল বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির উষ্ণ অভ্যর্থনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মঙ্গলবার অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে বাঁকুড়া জেলার সফরে রওনা হওয়ার আগে বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বিজেপির নেতা-কর্মীরা। অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়-সহ দলের একাধিক নেতা। তাঁরা শুভেন্দু অধিকারীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান। বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত সৌজন্য সাক্ষাতের পর শুভেন্দু অধিকারী সড়কপথে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে মুকুটমণিপুরের একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মাঠে 'হুল দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। অনুষ্ঠানে হুল বিদ্রোহের বীর শহিদদের ঐতিহাসিক আত্মত্যাগ, সাহস ও সংগ্রামের কথা স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্যে আদিবাসী সমাজের ইতিহাস ও হুল বিদ্রোহের গুরুত্বও উঠে আসে।

বেচারাম-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতাকে ঘিরে চোর স্লোগান, ডিম নিক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূল নেতা অদ্বৈত দাসের চোখে-মুখে হতভম্ব দৃষ্টি। পরনে জিনস আর ফুলহাতা শার্ট। কিন্তু কোমরে দড়ি আর গলায় জুতোর মালা। কী হচ্ছে যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। তাঁকে ঘিরে ধরে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চাইলেন জবাবদিহি। চারদিক থেকে উঠল 'চোর চোর' স্লোগান। কেউ ডিম ছুড়ে মারলেন, কেউ আবার তেড়ে গেলেন তৃণমূল নেতার দিকে। হুগলির সিঙ্গুরের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অদ্বৈত হুগলির সিঙ্গুরের বাগডাঙ্গা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। প্রাক্তন বিধায়ক বেচারাম মান্নার ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিতি রয়েছে তাঁর। অদ্বৈতর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, কাটমানি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। কিন্তু তৃণমূল জমানায় তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পাননি কেউই। এ দিন বাজারে যাচ্ছিলেন অদ্বৈত। তখনই তাঁকে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে কোমরে দড়ি বেঁধে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে তাঁকে এলাকায় ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ। শেষে বাজারে একটা পোস্টের সঙ্গে গোরু বাঁধার মতো করে বেঁধে রাখা হয় অদ্বৈতকে। তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ অদ্বৈতকে ডিম ছুড়ে মারেন, কেউ আবার 'চোর চোর' স্লোগান দেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় সিঙ্গুর থানার পুলিশ। তাঁরাই অদ্বৈতকে উদ্ধার করে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেন। পুরো ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, রাজ্যে পালাবদলের পরে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে বিজেপি। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে পদ্মশিবির। তাঁদের পাল্টা দাবি, তৃণমূল নেতা জনরোষের শিকার। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।

বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়কের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়কের প্রতিনিধি দল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট জেলার সীমান্ত থেকে সুন্দরবনে ১১টি ব্লকের প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল উপর নির্ভরশীল। বারবার পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যপরিসেবা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ ছিল বিগত সরকারের আমলে। এবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শাশ্বত মুখোপাধ্যায় নির্দেশে সন্দেশখালির বিধায়ক সনৎ সরদার, বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ-সহ বিজেপি নেতৃত্ব এদিন বসিরহাট হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সুপারের সঙ্গে একাধিক পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে উঠে আসে হাসপাতালে উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবায় পর্যাপ্ত পরিমানে চিকিৎসক নেই। স্বাস্থ্যকর্মী এবং আধুনিক প্যাথলজি পরীক্ষা ও পরিষেবা পায়। যাতে জেলা থেকে বারাসত কিংবা

কলকাতায় যেতে না হয়। সেই নিয়েও একাধিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বৈঠক করেন। বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সরকারি অস্থায়ী কর্মী, সুশান্ত চক্রবর্তী, প্রণব মুখার্জি, আশিস দাসরা বলেন, ১৫৯ অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে স্বাস্থ্য হাসপাতালের। সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক যেসব কর্মী রয়েছে তাদের মাইনে ৮,৪০০ টাকা। হাসপাতাল নিরাপত্তা পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পরিসেবা দিতে হয় গত ১০ বছরে তাদের কোনও ভাতা বাড়িনি। আগামী দিনে ভাতা বাড়ার দাবি নিয়ে এদিন হাসপাতালে সুপার ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদের কাছে তারা স্মারকলিপি জমা দেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি তথা সন্দেশখালির বিধায়ক সনৎ সরদার-সহ প্রতিনিধিরা জানান, 'মাত্র দু মাস হল আমরা সরকারে এসেছি। যাতে এই হাসপাতালে পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন হয় তার দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকবে। ইতিমধ্যে সন্দেশখালিতে একটি জমি দেখা হয়ে গেছে, সেখানেও আধুনিক হাসপাতাল হবে। আমাদের মানবিক সরকার বিভিন্ন কর্মীদের ভাতা বাড়িয়েছে, বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যেসব অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী আছে, তারা দাবি রেখেছেন আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেব। তাদের পাশে সরকার আছে আমরাও বিষয়টা দেখছি।'

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য

ফের বিচারাধীনকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুলিশের হেপাজতে থাকাকালীন বন্দিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত। বিচারাধীন বন্দিকে হাফ প্যান্ট পরিয়ে কোমরে দঁড়ি বেঁধে ঘোরানো নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে তারকেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়কে হাফ,প্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় হাঁটিয়ে ধনেখালির কোটালপুর এলাকায় তাঁরই মালিকাধীন বিএড কলেজে নিয়ে যাওয়া হল। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ জুন প্রশাসনের লোকেরা রামেন্দুর কলেজ লাগায়ো একটি গোডাউন থেকে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বের করার সময় সেখানে হাজির হন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। তারপরই রামেন্দুর বিরুদ্ধে ধনেখালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকে পলাতক ছিলেন রামেন্দু। গত ১৯ জুন কর্নাটক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আনে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের একটি বিশেষ টিম। গত ২২ জুন তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে পুলিশ। ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতেই রামেন্দু সিংহ রায়কে বিএড কলেজে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় তাঁর পরণে ছিল হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি। এ দিন যখন তাঁকে বিএড কলেজের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে হাজির হন কয়েকশো বিজেপি কর্মী, সমর্থক। তাঁরা চোর চোর স্লোগান দেন। বিক্ষোভের আশঙ্কায় রামেন্দুকে ঘিরে রেখেছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ঝাড়গ্রামে হুল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল হুল দিবস। সরকারিভাবে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সিধু কানহু হলে হুল দিবস উদযাপন করা হয়। আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে শিলদা হাইস্কুলের পাশে অবস্থিত সিধু কানহু মূর্তিতে মাল্যদান করে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানান সমাজ কর্মীরা। বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডুর উপস্থিতিতে গিধনিতে মহাসমারহে দিনটি উদযাপন করা হয়। এছাড়াও বেলপাহাড়ি গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম লালগড় ও বিনপুরে বিভিন্ন সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বীর শহীদ সিধু কানহু মুর্মুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম শহরের কদমকানন এলাকায় সিপিআই দলের কর্মী সমর্থকরা সিধু কানুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান। প্রতিটি অনুষ্ঠানে ধামসা মাদল সহকারে আদিবাসী ঘরানায় নাচ গানের আয়োজন করা হয়েছিল।

শিল্পা আগারওয়াল হত্যা মামলায় ব্যাংক ম্যানেজারের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দীর্ঘ আট বছর পর বহুল আলোচিত শিল্পা আগরওয়াল হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ব্যাংক ম্যানেজার রাজীব কুমারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করেন অতিরিক্ত জেলা বিচারক (দ্বিতীয়) প্রশান্ত চৌধুরী। পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩০ হাজার টাকা জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরের বেনাচিতির রূপালি অ্যাপার্টমেন্টের লিফটের সামনে একটি পরিত্যক্ত সুইটকেস উদ্ধার করে পুলিশ। সুটকেস খুলতেই উদ্ধার হয় এক তরুণীর পচাগলা দেহ। পরে মৃতার পরিচয় জানা যায়, তিনি বাঁকুড়ার মেজিয়ার বাসিন্দা শিল্পা আগরওয়াল (২৮)। তিনি স্টেট ব্যাঙ্কের মেজিয়া শাখায় 'ব্যাংক বন্ধু' হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওই শাখার ম্যানেজার ছিলেন রাজীব কুমার। তদন্তে জানা যায়, ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই নিখোঁজ ছিলেন শিল্পা। পরিবারের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা বলার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। তদন্তের সূত্র ধরে রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, শিল্পাকে খুন করার পর দেহ ফ্রিজে লুকিয়ে রাখা হয়। পরে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহটি একটি সুইটকেসে ভরে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ফেলে রাখা হয়। তদন্তে ফরেনসিক রিপোর্ট, পরিস্থিতিগত প্রমাণ এবং ২১ জন সাক্ষীর বয়ান আদালতে পেশ করা হয়। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালত রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে। মঙ্গলবার তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৩০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা ঘোষণা করা হয়। সরকারি আইনজীবী দেবব্রত সাঁই জানান, দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর সমস্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই আদালত এই রায় দিয়েছে। আদালতের এই রায়ে নিহত শিল্পার পরিবার সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

অসিত মজুমদারকে পালিয়ে যাওয়ার 'পরামর্শ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারকে বাড়ি বয়ে এসে সতর্ক করে গেলেন অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে এসে তিনি জানান, অসিতের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফাইল গিয়েছে দিল্লিতে। অসিতকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন ওই ব্যক্তি। তবে নিজের নাম ও পরিচয় জানাননি। শুধু জানান, তিনি সিবিআই অফিসে কাজ করেন। ওই ব্যক্তি কে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক।

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর দলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব অসিতের কাঁধে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত প্রাক্তন বিধায়ক। এই অবস্থায় অসিতের বাড়ি আসেন ওই ব্যক্তি। প্রাক্তন বিধায়ককে সাবধান করে যান। এরপর সকালে ফের ওই ব্যক্তি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে আসেন। অসিত তাঁর নাম ও ফোন নম্বর জানতেই চাওয়ার পরই দ্রুত চলে যান।

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'গত ২৭ জুন আমার বাড়িতে আসে ওই ব্যক্তি। বলে, আপনার ফাইল দিল্লি যাচ্ছে, আপনি সিবিআইয়ের ডিরেক্টর ও ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি আপনাকে দিল্লি নিয়ে যাব। আমি তখন বলি, আমি এখন যেতে পারব না। তখন বলল, তাহলে আপনি পালিয়ে যান। ওই ব্যক্তির নাম ও ফোন নম্বর চাই। তখন বলে, আমি নাম ও নম্বর দেব না। আপনি চিন্তা করুন। আমি আবার পরে আসব। বলে সকালে আবার আসে। বলে, আপনি দিল্লিতে যোগাযোগ করেছেন। আমি বলি, না। ওই ব্যক্তি কী করে, আমি জানতে চাই। তখন বলে, আমি সিবিআই অফিসে কাজ করি। কিন্তু, নাম ও ফোন নম্বর দিতে চায়নি। তড়িঘড়ি পালিয়ে যায়।'

ওই ব্যক্তি কেন তাঁর কাছে এলেন? এই নিয়ে অসিত বলেন, 'কেউ না কেউ তো করাচ্ছে। সিবিআই হলে নির্দিষ্ট মামলা হবে। নম্বর হবে। আমাকে নোটিস দেবে। ডাকবে। আমি তো মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তেমন কিছু ঘটলে আমি নিশ্চয় সাহায্য করব। আমি তো

পালিয়ে যাব না। ও বলছে, পালিয়ে যাও। নাম-ঠিকানা কিছু দিচ্ছে না।' এই ঘটনায় তিনি আতঙ্কিত নন জানিয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি বলেন, 'আমি আতঙ্কে নেই। আমি সম্প্রতি দলের জেলা সভাপতি হয়েছি। মিটিংয়ে জনজোয়ার হয়েছে। এই দেখে, হিংসা, প্রতিহিংসা, ভয়ে কেউ করতে পারে। যেভাবে পালিয়েছে, নিশ্চিত ভুয়ো ও প্রতারক হবে। তাও আমি ছবি পুলিশ সুপার ও আইসি-কে দিয়েছি। সকালে অভিযোগ দায়ের করেছি। উকিলদেরও জানিয়ে রেখেছি।' চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন অসিত। সিসি ক্যামেরায় তোলা ব্যক্তির ছবি দিয়ে অভিযোগ করেছেন থানায়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীর।

ফর্ম উইন ৬ [রুল ৭ দেখুন]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল,
কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
কোম্পানি আবেদন নং ১৭২-২০২১
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৭১-২৭২-এর অধীনে একটি আবেদন
এবং
রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক; যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত।
.... আবেদনকারী
এবং
ইনভেন্ট সফট-টেক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U74999WB2011PTC169113), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধানাবলি অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় - ৫৭৪, অনুপম অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, দমদম পার্ক বাজার, কলকাতা - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ
.... কোম্পানি
আবেদনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন এনসিএলটি কলকাতায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পেশ করা হয়েছে। আবেদনকারী হিসেবে এই আবেদনটি পেশ করেছেন রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। আবেদনটি পেশ করার তারিখ ছিল ১৪ মে, ২০২৬ এবং ট্রাইব্যুনালে এর শুনানির তারিখ **১৬ জুলাই ২০২৬** তারিখ ধার্য করা হয়েছে। কোনো অংশীদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদেশ প্রদানের বিষয়টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে নিজের বা তাঁর প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা-সহ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পাঠাতে হবে। এই নোটিশটি শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির সময় সশরীরে বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে হবে। নির্ধারিত ফি বা মাশুল প্রদানের সাপেক্ষে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনো পাওনাদার বা অংশীদারকে আবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করবেন। আবেদনের বিরোধিতায় কোনো হলফনামা ব্যবহার করতে চাইলে তা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে এবং শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে তার একটি অনুলিপি আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
তারিখ : ১ জুলাই, ২০২৬
রাহুল সরকার
(কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী,
আবেদনকারীর পক্ষে)
১২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫
পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫ জুন ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) **(১) ছাপ্পন ভোগ** ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, ১ম তল, শপ নং এসআর৬এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭ **(২) রাঘভ শরাফ** এবং **(৩) রেশমি শরাফ** ৪র্থ তল, ১২৮, শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৯ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ২,০৭,৩৩,১৯৮ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা)** টাকা **১০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৯ জুন ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ২,৬৩,৫৮,৫৪৯ টাকা (দুই কোটি তেষট্টি লাখ আটান্ন হাজার পাঁচশ উনপঞ্চাশ টাকা) টাকা ২৯.০৬.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.এর নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির বিস্তারিত -
১. **নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট চৌহদ্দি : উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি, দক্ষিণে : ২৮বি শেক্সপিয়ার সরণি, পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ। পশ্চিমে : শেক্সপিয়ার সরণি।**
২. **নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর ৭, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট চৌহদ্দি : উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি, দক্ষিণে : ২৮বি শেক্সপিয়ার সরণি, পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ। পশ্চিমে : শেক্সপিয়ার সরণি।**
৩. **নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর ৯, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট চৌহদ্দি : উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি, দক্ষিণে : ২৮বি শেক্সপিয়ার সরণি, পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ। পশ্চিমে : শেক্সপিয়ার সরণি।**
তারিখ : ২৯.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

ফর্ম উইন ৬ [রুল ৭ দেখুন]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল,
কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
কোম্পানি আবেদন নং ১৭৪-২০২১
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৭১-২৭২-এর অধীনে একটি আবেদন
এবং
রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক; যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত।
.... আবেদনকারী
এবং
সানপ্ল্যান্ট অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U24129WB2004PTC099401), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধানাবলি অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয়
আরজিএম ১৭২, তেঘরিয়া, ভিআইপি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৯, পশ্চিমবঙ্গ
.... কোম্পানি
আবেদনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন এনসিএলটি কলকাতায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পেশ করা হয়েছে। আবেদনকারী হিসেবে এই আবেদনটি পেশ করেছেন রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। আবেদনটি পেশ করার তারিখ ছিল ১৪ মে, ২০২৬ এবং ট্রাইব্যুনালে এর শুনানির তারিখ **১৬ জুলাই ২০২৬** তারিখ ধার্য করা হয়েছে। কোনো অংশীদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদেশ প্রদানের বিষয়টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে নিজের বা তাঁর প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা-সহ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পাঠাতে হবে। এই নোটিশটি শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির সময় সশরীরে বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে হবে। নির্ধারিত ফি বা মাশুল প্রদানের সাপেক্ষে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনো পাওনাদার বা অংশীদারকে আবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করবেন। আবেদনের বিরোধিতায় কোনো হলফনামা ব্যবহার করতে চাইলে তা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে এবং শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে তার একটি অনুলিপি আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
তারিখ : ১ জুলাই, ২০২৬
রাহুল সরকার
(কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী,
আবেদনকারীর পক্ষে)
১২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১

ফর্ম উইন ৬ [রুল ৭ দেখুন]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল,
কোম্পানি আবেদন নং ১৭৬-২০২১
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৭১-২৭২ অধীনে একটি আবেদন
এবং
রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক; যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫।
.... আবেদনকারী
এবং
সানপ্ল্যান্ট অ্যাগ্রো লিমিটেড (CIN : U01122WB1993PLC059523), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধানাবলি অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় আরটিসি হাউস, ৪র্থ তল, ৪ ড. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, পশ্চিমবঙ্গ।
.... কোম্পানি
আবেদনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন এনসিএলটি কলকাতায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পেশ করা হয়েছে। আবেদনকারী হিসেবে এই আবেদনটি পেশ করেছেন রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। আবেদনটি পেশ করার তারিখ ছিল ১৪ মে, ২০২৬ এবং ট্রাইব্যুনালে এর শুনানির তারিখ **১৬ জুলাই, ২০২৬** তারিখ ধার্য করা হয়েছে। কোনো অংশীদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদেশ প্রদানের বিষয়টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে নিজের বা তাঁর প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা-সহ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পাঠাতে হবে। এই নোটিশটি শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির সময় সশরীরে বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে হবে। নির্ধারিত ফি বা মাশুল প্রদানের সাপেক্ষে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনো পাওনাদার বা অংশীদারকে আবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করবেন। আবেদনের বিরোধিতায় কোনো হলফনামা ব্যবহার করতে চাইলে তা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে এবং শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে তার একটি অনুলিপি আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
তারিখ : ১ জুলাই, ২০২৬
রাহুল সরকার
(কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী,
আবেদনকারীর পক্ষে)
১২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১

SBI
এসবিআই এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, 'উইন্ডসর হাইটস' ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অ্যাকাউন্ট নং- ৪০০৯৮২৬২৩৭৪ (এইচবিএল) এবং ৪০০৯৮৩১৪৯৩৬ (সুরক্ষা) ৪১৪৪৪০২৩৬২০ (টপ আপ)
যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর এক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **০৩.০১.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রী অভিষেক দাস, পিতা- রামকৃষ্ণ দাস এবং শ্রীমতী প্রীতি দাস, স্বামী- রামকৃষ্ণ দাস, উভয়েই আনন্দলোক, ফ্ল্যাট নং ৪, প্রেমিসেস নং ১৯/১/৬ দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড, পোঃ- নাকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৭** -এ বসবাসকারীকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৩০,৩৫,৩২০.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো কুড়ি টাকা মাত্র) ০৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী** এবং সেইসঙ্গে আরও সুদ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত অ্যাক্ট-এর সেকশন ১৩(৪)-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত রুলস-এর রুল ৯-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ২৪ জুন** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেন, **৩০,৩৫,৩২০.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো কুড়ি টাকা মাত্র) ০৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ-সহ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্বাধিকারী: শ্রী অভিষেক দাস, পিতা- রামকৃষ্ণ দাস এবং শ্রীমতী প্রীতি দাস, স্বামী- রামকৃষ্ণ দাস
দলিলের বিবরণ: ডি.এস.আর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এ ২০২১ সালের বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা ১৫৯৩৯৭ থেকে ১৫৯৪২৯, দলিল নং ১৬০২০৩৫৫৯ হিসেবে নিবন্ধিত।
আপার ফার্স্ট ফ্লোরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে **৪ নং** স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, মোজাইক ফ্লোরিং সহ যার পরিমাপ প্রায় **৬৬৭ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং যেখানে দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা আছে; সাথে প্রাঙ্গন নং ১৯/১/৬ ডি.পি.পি রোড, পোঃ- নাকতলা, থানা- যাদবপুর বর্তমানে নেতাজি নগর, কলকাতা- ৭০০০০৪৭, কলকাতা পৌরসংস্থার এক্তিয়ারভুক্ত, ওয়ার্ড নং- ১০০-এ অবস্থিত গ্রাউন্ড প্লাস দ্বিতল ভবনের সাধারণ প্রবেশদ্বার এবং সিঁড়ি ব্যবহারের অধিকার সহ সমস্ত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধা-সমেত তলদেশের জমির আনুপাতিক অংশ নিয়ে গঠিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৯/১/২ দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড, **দক্ষিণে-** ১৮ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা, **পূর্বে-** শ্রীমতি বীণাপাণি বসুর জমি, **পশ্চিমে-** প্রেমিসেস নং ১৯/ভি দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড দ্বারা।
তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

‘স্যাটাভাঙা মার’ মন্তব্যের জের!

মুখ্যমন্ত্রীর সাবধান করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ, গ্রেপ্তার ৩, নোটিস হুমায়ুনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে উস্কানি ও প্ররোচনামূলক বক্তব্যের জন্য নওদার বিধায়ক তথা এজেইউপির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, ‘শুধু হুমায়ুন কবীর নয়, এই জনসভার আয়োজকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবেনা।’ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৎপরতা দেখিয়ে মাঠে নামল শক্তিপুর ও রেজিনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় সোমবার রাতেই বহরমপুর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতদের বহরমপুর আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শক্তিপুর থানার পুলিশ মঙ্গলবার হুমায়ুনের বাড়িতে নোটিস টাঙিয়ে তাঁকে ৩ জুলাই থানায় হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। অপর একটি মামলায় ৪ জুলাই রেজিনগর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘আমরা মরে গেলেও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করব না। তবে মুসলিম নিয়ে মাঠে নামার যে বক্তব্য দিয়েছিলাম তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। ৩, ৪ জুলাই আসুক, তখন তার জবাব দেব।’ হুমায়ুনের বাড়িতে যখন পুলিশ যায় তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। দীর্ঘক্ষণ পুলিশ, দাঁড়িয়ে ছিল। পরে বিধায়কের

বাড়ি থেকে একজন নোটিস গ্রহণ করেছেন। বারবার বিতর্কিক মন্তব্যের জন্য হুমায়ুন কবীর খবরের শিরোনামে এসেছেন। এবার রেজিনগর বিধানসভার কাশিপুরে এবং রেজিনগরে দুটি সভা থেকে বিরূপ মন্তব্য করে কার্যত বেকায়দায় পড়ে গিয়েছেন হুমায়ুন। কাশিপুরের মঞ্চ থেকে হুমায়ুন বলেন, ‘আমি যে দিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, এমন স্যাটাভাঙা মার শুরু করব, যে ময়দানে আপনাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। বহরমপুরের সেন্ট্রাল জেলের যা আয়তন, তাতে ৪৭০০-৪৮০০ জনের বেশি ধরে না। লাফিয়ে লাফিয়ে লোককে রাস্তায় নিয়ে নামাব, স্যাটাভাঙা মারব...’

এই বিতর্কিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘এনাফ ইজ এনাফ। এবার পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। আগে যারা, সভার আয়োজন করেছিল তাদের ব্যবস্থা হবে। পরে আপনাকে দেখছি।’ মুখ্যমন্ত্রীর, আলটিমেটামের পরেই তৎপর পুলিশ। রেজিনিগর ও শক্তিপুর থানায় দুটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ, পুলিশের জালে হুমায়ুনের তিন অনুগামী। গতকালই বিধানসভা থেকে স্পষ্টভাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, হুমায়ুন কবীরের উস্কানিমূলক বার্তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারপরে ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। সোমবার রাত থেকেই মুর্শিদাবাদের নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করল পুলিশ। হুমায়ুন রেজিনগরের যে সভায় বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল, সেই সভামঞ্চের আয়োজকদের মধ্যে আমিনুল হক এবং গোলাম শেখকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির অঞ্চল সভাপতি গোলাম শেখকে সোমবার রাতেই তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ ওই দুজনকে বহরমপুর আদালতে তোলা হবে। অপরদিকে, শক্তিপুর থানার পুলিশ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সহ সভাপতি আনিসুর রহমানকেও একই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করল। তিনজনকে এক সঙ্গে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলা আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। রেজিনগর বিধানসভার উপ নির্বাচনের আগেই রেজিনগরের কাশীপুরের এক সভামঞ্চ থেকে বিজেপিকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তিনি দাবি করেছিলেন, মুর্শিদাবাদে কিছু বিজেপি নেতা পরাজিত হয়েও অযথা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে একজোট করার কথা বলেন এবং এমন মন্তব্য করেন, যা নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলে তাতেও তিনি ভীত নন বলেও মন্তব্য করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, এরপর শক্তিপুরের আরেকটি সভাতেও হুমায়ুন কবীর স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। ভোটের আগে তাঁর ভাইপোকে গ্রেপ্তারের অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, হাজার হাজার মানুষ নিয়ে থানায় গিয়ে ওই আধিকারিককে বের করে আনার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। এই বিতর্কিত মন্তব্যে রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দেন হুমায়ুনকে। হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘সময় এসেছে ওঁকে সবক শেখানোর। দু'টি থানায় ওঁর নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ধরে রাখুন, যে উস্কানিমূলক ও বিতর্কিত মন্তব্য উনি করেছেন, সেটাই ওঁর শেষ বক্তব্য ছিল।’ এবার উস্কানিমূলক কুকথার অভিযোগে বিধায়ক হুমায়ুনের তিন অনুগামীকেই পাকড়াও করল রেজিনগর থানার পুলিশ।

হুমায়ুনের বেফাঁস মোন্তব্যের জেরে শক্তিপুর থানা ও রেজিনগর থানায় দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই সূত্রে রেজিনগর থানার ২১৯/২০২৬ নম্বর মামলায়, কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এজেইউপি অঞ্চল সভাপতি গোলাম মোস্তফা এবং আমিনুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি শক্তিপুর থানার ১৭৬/২০২৬ নম্বর মামলায়, এজেইউপি-র বেলডাঙ্গা-২ পশ্চিমের ব্লক সভাপতি তথা আহ্বায়ক আনিসুর রহমানকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের আজ জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি।

তিন মাসের শিশুর হাতের আঙুল কাটল অস্থায়ী কর্মী

কাঠগড়ায় চাঁচল হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসা করাতে এসে তিন মাসের শিশুর হাতের আঙুল কেটে দিল এক অস্থায়ী কর্মী বলে অভিযোগ। সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘটনার পর থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চত্বরে। মঙ্গলবার পুরো বিষয়টি নিয়ে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন জখম ওই শিশুর পরিবার। পাশাপাশি এই ঘটনায় ওই শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে বর্তমানে তাকে চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালেই রাখা হয়েছে।

স্থানীয় জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী নাজমা বিবি। তাঁরা পেশায় দিনমজুর। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৬ জুন দুপুরে ওই শিশুর শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেই সময় তাকে স্যালাইন দেওয়া হয় বাম হাতে। সোমবার ওই শিশু সুস্থ হওয়ার পর ছুটি দেওয়ার কথা ছিল। সেই দিনই সন্ধ্যায় স্যালাইনের চ্যানেল খুলতে গিয়ে ওই শিশুর বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ওপরের খানিকটা অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠে ওই অস্থায়ী কর্মীদের বিরুদ্ধে। জখম শিশুর এক মামা মনজুর

আলমের অভিযোগ, ‘যে কোনও রোগীর স্যালাইনের চ্যানেল তৈরি করা এবং খোলার কাজ করেন নার্সরা। কিন্তু এক্ষেত্রে এক অস্থায়ী কর্মী সেই কাজ করছিল। তার কাছে কাঁচি এলো কি করে, সেটাও আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। স্যালাইনের চ্যানেল খুলতে গেলে কাঁচি বা অন্য কোনও জাতীয় অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তাহলে ওই অস্থায়ী কর্মী কি করছিল? এই ঘটনার পর চাঁচল থানায় ওই অস্থায়ী কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।’ জখম শিশুর বাবা মিজানুর রহমান বলেন, ‘আমার মেয়েকে যে বেডে দেওয়া হয়েছিল সেটা শিশু ও সদ্যজাতদের বিভাগ। ফলে সেখানে মায়ের দুধ খাওয়ানো ছাড়া অন্য কারোর ঢোকার অনুমতি ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মেয়ের শারীরিক অবস্থা ভালো হওয়ার পর এদিন ছুটি দেওয়া হয়। যখন আমরা সবকিছু গোছগাছ করছিলাম তখনই এই ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে ওই অস্থায়ী কর্মী। পুরো বিষয়টি পুলিশকে অভিযোগে জানানো হয়েছে।’ চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুমিত তালুকদার জানিয়েছেন, ‘অভিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীকে অবিলম্বে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানানো হয়েছে।’ চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ‘এই ঘটনার পর থেকে ওই অস্থায়ী কর্মী উজ্জ্বল সাহা গা ঢাকা দিয়েছে। বিভিন্ন সূত্র ধরে অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছে।’

বকেয়া টাকা না মেলায় বিডিওর দ্বারস্থ ঠিকাদাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন বা এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করেও, গত পাঁচ বছর ধরে বকেয়া টাকা না পাওয়ার অভিযোগ তুললেন ঠিকাদাররা। দীর্ঘদিনের এই বকেয়া বিল পরিশোধের দাবিতে এবার মন্তেশ্বরের বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন জমা দিল ‘সারা বাংলা রুরাল ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, বাগমারি’ শাখা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ আর্থিক বছরে এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের জন্য তারা প্রয়োজনীয় ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই কাজের পাওনা টাকা আজও মেলেনি। সংগঠনের সভাপতি জানান, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে পেমেন্ট না পাওয়ায় ঠিকাদাররা চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন। অনেকের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে, এমনকী দেনার দায়ে অনেকেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার অনেক ঠিকাদার কাজ না পেয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সাথে তারা সাক্ষাৎ করেছিলেন। এরপর গত ২৫শে মে,দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা ও ব্লক স্তরে একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেই

চিঠির প্রেক্ষিতে যে রিপোর্ট জেলা বা রাজ্য স্তরে জমা দেওয়ার কথা ছিল, তা আজও জমা পড়েনি বলে অভিযোগ। এদিন বিডিও-র কাছে দেওয়া আবেদনে ঠিকাদাররা দাবি জানিয়েছেন, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত থেকে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক এবং তাদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হোক। তাদের বক্তব্য, আগের সরকারের আমলে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এখন নতুন প্রশাসনের কাছে তারা সাহায্যের আশায় রয়েছেন। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বালুরঘাটে নতুন আধার সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

মিটবে জটিল সমস্যা: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার অবসান ঘটিয়ে বালুরঘাট শহরের চকভবানী এলাকায় মঙ্গলবার একটি নতুন আধার সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড সুকান্ত মজুমদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়, জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি, পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা এবং ইউআইডিএআই-এর কলকাতা আঞ্চলিক দপ্তরের ডিরেক্টর শুভজিৎ চৌধুরী-সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার এই কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ‘প্রায় সাত বছর আগে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ও কোচবিহারে আধার সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছিল। দীর্ঘ সময় পর উত্তরবঙ্গে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক সদর শহর বালুরঘাটে এই প্রথম কোনও পূর্ণাঙ্গ আধার সেবা কেন্দ্র চালু হল।’ প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে

প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘২০১৯ সাল থেকেই তাঁর সাংসদ কার্যালয়ে বহু মানুষ আধার সংক্রান্ত নানা জটিল সমস্যা নিয়ে আসতেন। ‘ফিঙ্গারপ্রিন্ট’ বা আঙুলের ছাপ না মেলা, আধার লক হয়ে যাওয়া কিংবা একই নম্বরে একাধিক কার্ডের জটিলতার মতো এমন কিছু সমস্যা থাকে যা সাধারণ পোস্ট অফিস বা ব্যাংকের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। এর আগে এই ধরনের বায়োমেট্রিক বা টেকনিক্যাল ত্রুটি সংশোধনের জন্য সাধারণ মানুষকে কলকাতা কিংবা রাঁচি পর্যন্ত দৌড়াতে হতো।’ প্রতিমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করে বলেন, ‘এই কেন্দ্রটি চালু হওয়ার ফলে এখন থেকে এলাকার মানুষকে আর দূর-দূরান্তে ছুটতে হবে না। দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দাদের পাশাপাশি মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বা কালিয়াগঞ্জের মতো পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষও বালুরঘাটে এসে খুব সহজেই আধার সংক্রান্ত সমস্ত জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারবেন।’ ইউআইডিএআই-এর কলকাতা আঞ্চলিক দপ্তরের ডিরেক্টর শুভজিৎ চৌধুরী জানান, ‘জাতীয় ছুটির দিন ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই কেন্দ্রে আধার সংক্রান্ত সমস্ত রকম পরিষেবা মিলবে। সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় তৈরি এই কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় বালুরঘাট ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আধার সংক্রান্ত কাজ আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদী জেলা প্রশাসন।’

হাইটেনশনের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু

বিক্ষোভ, ক্ষতিপূরণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ১১ হাজার ভোল্টের হাইটেনশন বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করতে গিয়ে এক চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরে। মৃত শ্রমিকের নাম উত্তম ঘোষ। তিনি দুর্গাপুরের ইস্পাত পল্লীর বাসিন্দা। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ দুর্গাপুর ডিএসপি হাসপাতালে আনা হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য, সহকর্মী এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ক্ষতিপূরণ, পরিবারের একজন সদস্যের স্থায়ী চাকরি এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে ইস্পাত নগরীর এ-জোন এলাকার ক্ষুদিরাম মাঠ সংলগ্ন ১১ হাজার ভোল্টের হাই-টেনশন লাইনে সেফটি বেল্ট বেঁধে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছিলেন উত্তম ঘোষ। সেই সময় নিচে দু'জন স্থায়ী কর্মী ও একজন গাড়িচালক উপস্থিত ছিলেন। কাজ চলাকালীন আচমকাই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিদ্যুতের লাইনের উপরেই ঝুলে পড়েন তিনি। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার সকালে ডিএসপি হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের আগে শ্রমিকের পরিবার ও সহকর্মীরা হাসপাতালের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত। পাশাপাশি মৃতের পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে অবিলম্বে একজনকে স্থায়ী চাকরি এবং উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরে প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত চালাচ্ছে।

বীরভূমের নানুর বিধানসভার পাঁচশোয়া গ্রামে হুল উৎসবে উপস্থিত কৃষিমন্ত্রী দুধ কুমার মণ্ডল, দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল ও জেলাশাসক ধবল জৈন।

তৃণমূলি নয়, জনপ্রতিনিধি হিসেবে পুরবোর্ড চালানোর বার্তা নব্যেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: তৃণমূল নয় জনপ্রতিনিধি হিসেবেই পুরসভার বোর্ড চালানোর কথা জানালেন নব্যেন্দু মাহালী। সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে পুরুলিয়ার ভেঙে দেওয়া পুরবোর্ড। পুরবোর্ডকে আগের মতোই কাজ করার অনুমতি উচ্চ আদালতের। সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথাই জানালেন পুরুলিয়া পুরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান নব্যেন্দু মাহালী। অভিযোগ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ের কারণে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড ভেঙে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় থেকেই দূরত্ব তৈরি হয় দলের সাথে চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের। ২০২৫,এর ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন রাজ্য সরকার ভেঙে দিয়েছিল পুরুলিয়া পুরবোর্ড। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে দু'টি পৃথক রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন কাউন্সিলার রবিশঙ্কর দাস এবং তৎকালীন পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালি। পরে মামলা দু'টি একত্রিত হয়। মামলার প্রথম আবেদনকারী, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রবিশঙ্কর। চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

‘নাগরিক পরিষেবার প্রশ্নে কয়েকটি বিষয় সামনে এনে পুরুলিয়া পুরসভা তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, এই অভিযোগে প্রথমে শো-কজ করা হয়। পুরসভা সেই শো-কজের জবাব দিলেও ২০২৫,এর ১৬ ডিসেম্বর পুরবোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসে বসানো হয়। বর্তমানে প্রশাসকের হাতেই পৌরসভা। এখন দেখার আদালতের নির্দেশের পর কি হয়। তবে তৃণমূল নয় ডবল ইঞ্জিন সরকারের মত করেই পৌরসভার চালানোর ইঙ্গিত দিলেন প্রাক্তন পৌর প্রধান নব্যেন্দু মাহালী।

কোদাল হাতে ১০০ দিনের কাজের সূচনায় চন্দ্রকোনার বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের ১০০ দিনের কাজ চালুর সূচনালগ্নে একেবারে মাঠে নেমে ১০০ দিনের শ্রমিকদের সঙ্গে হাতে কোদাল নিয়ে মাটি কেটে ঝুড়ি ভর্তি করে কাজের বার্তা দিলেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই। চন্দ্রকোনা দুই ব্লকের ভগবন্তপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের (মনরেগা) পুনরায় সূচনা অনুষ্ঠানে কোদাল হাতে দেখা যায় বিধায়ক সুকান্ত দোলুইকে। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি কোদাল নিয়ে মাটি কেটে কাজের সূচনা করেন বিধায়ক। মঙ্গলবার ভগবান্তপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাটি কাটা কাজের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে পশ্চিমবঙ্গেই প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। অবশেষে কেন্দ্রের অনুমোদনে

ফের চালু হয়েছে ১০০ দিনের কাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা এবং এলাকার বহু জব কার্ডধারী শ্রমিক। চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই বলেন, ‘গ্রামীণ এলাকায় মানুষের হাতে কাজ পৌঁছে দেওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিকাঠাম উন্নয়নের কাজ আরো এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী তিনি। দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ থাকায় যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে, তা দূর করতেই এই উদ্যোগ।’

দুর্গাপুরে ১৭২তম হুল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সাঁওতাল হুল বিদ্রোহের বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দুর্গাপুরের পলাশডিহায় আদিবাসী সমাজের উদ্যোগে মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হল ১৭২তম হুল দিবস। ১৮৫৫ সালের ঐতিহাসিক সাঁওতাল হুল বিদ্রোহের মহানায়ক সিধু মুর্মু, কানহু মুর্মু, চাঁদ মুর্মু ও ভৈরব মুর্মু-সহ সকল বীর শহিদকে স্মরণ করতেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে। ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী পোশাকে সজ্জিত নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী ও শিশুরা ঢোল, মাদল এবং লোকসংগীতের তালে নৃত্য করতে করতে পলাশডিহা এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। তাঁদের হাতে ছিল হুল বিদ্রোহের বীর শহিদদের প্রতিকৃতি, ব্যানার ও পতাকা। রঙিন এই শোভাযাত্রায় গোটা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রা শেষে বীর শহিদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা সাঁওতাল হুল বিদ্রোহের ইতিহাস, আত্মত্যাগ এবং আদিবাসী সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে এই গৌরবময় ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার ওপরও গুরুত্ব

রাস্তা থেকে যুবক-যুবতীদের নথি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সড়কপথ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে পঞ্চায়েত অফিসের নথিপত্র। যুবক যুবতীদের ছবি লাগানো বায়োডাটা। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে। মঙ্গলবার গুসকরা মানকর রাজ্যসড়কের উপর অভিরামপুরের কাছাকাছি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে নথিপত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পথচলতি মানুষের নজরে পড়ে। কেউ কেউ কাগজপত্র গুলি কৌতুহলবশত দেখেন। তখনই দেখা যায় সেগুলি পঞ্চায়েত অফিসের কাগজপত্র। এদিন ওই সড়কপথ ধরেই নিজের প্রয়োজনে যাচ্ছিলেন বিজেপির আউসগ্রাম ৩ মণ্ডল সভাপতি পবন মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় প্রচুর কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর কয়েকটি কাগজপত্র তুলে দেখেন এগুলির অধিকাংশ আউশগ্রামের কোটা পঞ্চায়েত অফিস এবং বুদবুদের মানকর পঞ্চায়েত অফিসের কাগজপত্র। কয়েকটি সাধারণ মানুষের শংসাপত্র রয়েছে। কে বা কারা এগুলি ফেলে গিয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না।’ তবে এই বিষয়ে দুই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বারাসাতে পুরপ্রধান ও উপপুরপ্রধান সহ ৮ জন কাউন্সিলরের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: এবার বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জী ও উপ পুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত-সহ ৮ জন পুরপিতা পদত্যাগ করলেন। নতুন রাজ্য সরকার নানা চিন্তাভাবনা নিয়ে তারা উন্নয়নের যে ভাবনা ভাবছে তাকে সাধুবাদ জানিয়েই এই পদত্যাগ বলে জানালেন সুনীলবাবু। তার সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাশগুপ্ত ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায়-সহ মোট আটজন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেলেন এদিন। নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃশ্চিন্তা থাকলেও সুনীলবাবু জানিয়েছেন, এখন যারা দায়িত্ব নেবেন তারা নিশ্চিত রুপে নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন। তবে আগামী দিনে তিনি আর নির্বাচনে লড়াই করবেন না বলে জানিয়েছেন সুনীল মুখার্জি। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যেই পুরসভার বাকি ২৭ জন পুরপিতাও পদত্যাগ করবেন বলেও জানান পুরপ্রধান। আগামীদিনে পুরসভায় প্রশাসক বলবে, সেক্ষেত্রে প্রশাসক ও বারাসাত পুরসভার ইও পুরসভার কাজ দেখভাল করবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। পুরসভার ৩৫ জন পুরপিতা পদত্যাক করলে জেলাশদরের গুরুত্বপূর্ণ বারাসাত পুরসভার মানুষ সমস্যায় পড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কল্যাণ-ঘনিষ্ঠ সুদর্শন বরকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চাঁপদানির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুঁইনের ঘনিষ্ঠ পিয়ারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্য দাপুটে তৃণমূল নেতা সুদর্শন বরকে গ্রেপ্তার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। চাঁপদানির বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিংয়ের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের মারধর, জোর করে জমি দখল, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, দিল্লি রোডের পাশে কারখানা থেকে তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ধৃত তৃণমূল নেতা সুদর্শন বরের বিরুদ্ধে। এছাড়াও পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে এক মহিলাকে নিগ্রহের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদে্ধে। ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। এ দিকে অভিযুক্ত বলেন, ‘আমায় ধরল কেন জানি না। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। দুর্নীতি হলে তার তদন্ত করুক।’

প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ বাবু দাস গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা বাবু দাসকে গ্রেপ্তার করল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। ভোট পরবর্তী হিংসা সহ শান্তিনিকেতন ও খোয়াই হাট সংলগ্ন এলাকায় দাদাগিরি, দুর্নীতি হুমকি মারধর এমনকি বোম মারার

অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ভোরে তাকে শান্তিনিকেতন থানায় গ্রেপ্তার করে আনা হয়। বোলপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সঙ্গীতা দাসের স্বামী বাবু দাস গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে সাধারণ মানুষ ভিড় জমান মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ বাবু দাসকে কালো কাপড়ের বোরখা পরিয়ে মেডিক্যাল করার জন্য মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে বের করার সময় বাবু দাসকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়ে বিক্ষোভ দেখায় ক্ষিপ্ত জনতা। পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়তার সাথে সেখান থেকে বাবু দাসকে আদালতে নিয়ে আসে এবং আদালতের নির্দেশে তদন্তের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ।

ট্রাম্পের ভারত সফরের পরই আমেরিকায় যেতে পারেন মোদী

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন: চলতি বছরের শেষেই আমেরিকা সফরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডিসেম্বর মাসে জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বার্ষিক সম্মেলন হবে আমেরিকায়। ওই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মোদীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিয়ো গোর। ডোনাল্ড ট্রাম্প কবে নাগাদ ভারতে আসতে পারেন, তা-ও জানিয়েছেন তিনি।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, চলতি বছরের শেষের দিকেই ভারতে আসতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কিন্তু নভেম্বর মাসে আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন (ইউএস মিডটার্মস) হবে। তাই আগামী বছর ভারত সফরে আসতে পারেন ট্রাম্প। এই প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, 'মিডটার্মসের সময় নয়। এটা আগামী বছরের কোনও একটা সময় হতে পারে।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত গোর জানিয়েছেন, জি২০ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সময় মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো। গত ২৩ মে তিন দিনের ভারত সফরে এসেছিলেন তিনি। সেই সময়েই আমন্ত্রণ জানানো হয় মোদীকে।

গত কয়েক সপ্তাহে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য আলোচনায় আরও গতি এসেছে বলে জানিয়েছেন গোর। তাঁর মতে, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে তা উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান, দু'সপ্তাহ পরে চতুর্দেশীয় জোট 'কোয়াড'-এর বিদেশমন্ত্রীরা ফিলিপিনসে বৈঠকে বসবেন। উল্লেখ্য, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের আধিপত্য রুখতে আন্তর্জাতিক এই জোটের অন্যতম দুই সদস্য হল আমেরিকা এবং ভারত।

ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা পেরোল ১৭০০

কারাকাস, ৩০ জুন: ভেনেজুয়েলার ভয়াল ভূমিকম্পের পর কেটে গিয়েছে এক সপ্তাহ। এখনও বহু মানুষ আটকে ধ্বংসস্তূপের নিচে। তবে তাঁদের কারওই জীবিত থাকার সম্ভাবনা নেই বলেই নিশ্চিত উদ্ধারকারীরা। জানা গিয়েছে, মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭১১। জখম ৫ হাজার ৩৪। এখনও নিখোঁজ হাজার হাজার মানুষ।

উদ্ধারকারীরা জানাচ্ছেন, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রথম ৭২ ঘন্টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের আড়ালে চাপা পড়া মানুষকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে থাকে দ্রুত। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা জানাচ্ছেন, উদ্ধারকাজ এখনও চলছে পুরোদমে। বহু মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক। সকলেই খুঁজছেন নিখোঁজ আপনজনদের। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না দেহ পাওয়া যাচ্ছে তাঁরা আশা ছাড়ছেন না।

পুলিশ ও সেনার তরফে ভূমিকম্পে বেঁচে যাওয়া মানুষদের কাছে টুনা মাছ ও কাঁকড়া পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরানো হয়েছে। ১৫টি ত্রাণশিবির তৈরি হয়ে গিয়েছে। এদিকে সোমবারই নতুন করে ভূমিকম্প হয়েছে ভেনেজুয়েলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪.৬। ক্ষয়ক্ষতি কিছু না হলেও ফের যেভাবে মাটি কেঁপেছে তা আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে পরপর দু'টি বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কারাকাস-সহ ভেনেজুয়েলার একাধিক এলাকা। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ভেনেজুয়েলার ক্যারিবিয় উপকূলবর্তী মোরান শহরের পশ্চিমে। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার গভীরে। প্রথম ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭.২। ঠিক তার প্রায় ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে আরও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ভেনেজুয়েলায়। এটির উৎসস্থলও ওই একই জায়গায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। দ্বিতীয় শক্তিশালী ওই ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭.৫। এক মিনিটেরও কম সময়ে এমন জোড়া ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে যায় চারপাশ।

ধর্ষক আসারামের জামিন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: সুপ্রিম কোর্টেও স্বস্তি পেলেন না নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত স্বঘোষিত ধর্মগুরু আসারাম বাপু। অসুস্থতাকে হাতিয়ার করে শীর্ষ আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। তবে সেই আর্জি আপাতত খারিজ করা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে জবাব তলব করা হয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, জামিনের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনতে চায়।

মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, সরকার পক্ষের বক্তব্য স্পষ্টভাবে না শোনার পর কোনওভাবেই জামিন মঞ্জুর করা যাবে না। আদালতের বয়ান অনুযায়ী, 'আমরা এখনই এই জামিন মঞ্জুর করছি না। সরকারের বক্তব্য শোনার পর বিবেচনা করব জামিন মঞ্জুর করার মতো গুরুতর প্রয়োজন আছে কি না।' সেক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক অবস্থা যদি গুরুতর আকার নেয় এবং স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, এই পরিস্থিতিতে আসারাম ফের আদালতে আবেদন করতে পারবেন।

২০১৩ সালে যোধপুরের আশ্রমে ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল আসারামের বিরুদ্ধে। এর পর ২০১৩ সালের অগস্ট মাসে ইন্দোর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই মামলায় ২০১৮ সালে রাজস্থান হাইকোর্টের যোধপুর বেঞ্চ ধর্মগুরুকে দোষী সাব্যস্ত করে। তার পর থেকে যোধপুরেই জেলবন্দি রয়েছেন ৯০ বছরের আসারাম। এই মামলায় আমৃত্যু কারাবাসের সাজা দেওয়া হয় স্বঘোষিত এই ধর্মগুরুকে। এই সাজার বিরুদ্ধে আপিলের পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত কারণে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন চেয়েছিলেন তিনি।

মোদী মন্ত্রিসভায় হতে চলেছে একঝাঁক রদবদল, দাবি সূত্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: এবার মোদী মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল হতে চলেছে। সেটা সম্ভবত আগামী মাসের শুরুতেই। আর সমস্ত জল্পনার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়, তা হল নিট কেলেঙ্কারির জেরে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নাকি সরানো হবে তাঁর পদ থেকে। অন্যদিকে তাঁর পরিবর্তে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে নাকি নতুন শিক্ষামন্ত্রী করা হবে। তাঁর মন্ত্রকের দায়িত্ব পাবেন পীযূষ গোয়েল। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তবে সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যম, নানা সূত্রের দাবি এমনই। দাবি রয়েছে আরও অনেকগুলি পরিবর্তন নিয়েও।

ধর্মেন্দ্রর শিক্ষামন্ত্রীর পদ হারানোর পাশাপাশি আরও যেসব নাম ভেসে আসছে তাঁদের মধ্যে রয়েছে নীতীন গডকরির নাম। তাঁকে পরিবহণ মন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হতে পারে। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে, আপ থেকে পদ্ম শিবিরে যোগ দেওয়া রাঘব চাড্ডা, প্রাক্তন আরবিআই শক্তিকান্ত দাসকে মন্ত্রিসভায় যুক্ত করা হতে পারে। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকেও দেওয়া হতে পারে বড় দায়িত্ব। সেই সঙ্গেই অনুরাগ ঠাকুরও নতুন মন্ত্রক পেতে পারে পারেন বলে গুঞ্জন।

সদ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় মেয়াদের দু'বছর পূর্ণ করেছেন। বিজেপির অতীতের রীতি বলছে, মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দু'বছর পর মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়। তাছাড়া নীতীন নবীন বিজেপির সভাপতি হওয়ার পর পাঁচমাস কেটে গেলেও তাঁর নতুন 'টিম' তৈরি হয়নি। বিজেপি সূত্র বলছে, এবার মন্ত্রিসভার রদবদল এবং বিজেপির সাংগঠনিক রদবদল দুটো হবে একে অপরের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা থেকে কিছু মুখ আসবেন সংগঠনে। আবার মন্ত্রিসভায় কিছু নতুন মুখকে সুযোগ দেওয়া হবে। কিছু পুরনো নেতাকে ছুটিও দিয়ে দেওয়া হতে পারে।

তবে, বলে রাখা ভালো, এই ধরনের গুঞ্জন সংক্রান্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মোদী সরকারের তরফে এখনও পাওয়া যায়নি। কবে নতুন মন্ত্রিসভা বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাও এখনও জানা যায়নি।

চার্জশিট পেশ ইয়াসিন মালিকের বিরুদ্ধে

শ্রীনগর, ৩০ জুন: ৩৬ বছর আগে কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নার্স সরলা ভট্টকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ইয়াসিন মালিক। জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ল আদালতে। সোমবারই এনআইএ যে ৭৩৭ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে তাতে ইয়াসিন ছাড়াও নাম রয়েছে আরও চারজনের।

সরলা ভাট ছিলেন শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের কর্মী নার্স। ১৯৯০ সালের ১৮ এপ্রিল তাঁকে হাসপাতালের কাছ থেকে অপহরণ করা হয়। এরপর তাঁকে বন্দি করে রেখে অমানবিক নির্যাতন ও ধর্ষণ করার পরে গুলি করে খুন করা হয়। কাশ্মীর উপত্যকা যখন তার আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার অধ্যায়ে নিমজ্জিত ছিল, তখনও যে কয়েকজন কাশ্মীরি পণ্ডিত নারী নিজেদের অবস্থানে অটল ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। এত বছর পেরিয়ে অবশেষে সরলা হত্যার অন্যতম মূল অভিযুক্ত ইয়াসিনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠিত হল।

ইউএপিএ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা খাটছে ইয়াসিন। গত এপ্রিলেই দিল্লি হাইকোর্টে এনআইএ-র পেশ করা হলফনামায় জানানো হয়েছে, ইয়াসিনকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। এদিকে নিজের সাজার বিরুদ্ধে ইউএপিএ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছে 'জঙ্গি নেতা'। ইয়াসিনের বক্তব্য, 'ঐক্যবদ্ধ কাশ্মীরের স্বার্থেই আন্দোলন করছি। তবে সেটা অহিংসার পথে। ১৯৯৪ সালেই আমি অস্ত্র ছেড়েছি। ৩ দশক হয়ে গেল। আমি এখন গান্ধীবাদী।' তবে ইয়াসিনের ভোলবদলের এহেন দাবির মধ্যেই এবার সরলা ভট্ট খুনের চার্জশিটও পেশ হল তার বিরুদ্ধে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NIET No:- WBPHED/AE/MSD/NIeT/ 01/ 2026-2027
Tender ID: 2026_PHED_1028576_1
e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Kandi Sub Division, PHE Dte., from reputed, bonafide & financially sound agencies having experience in similar nature of works like Hiring of maxi cab (Non Air conditioned, Bharat stage III) with diesel/LPG/CNG Engine) under Kandi Sub Division, PHE Dte.
Last Bid proposal submission end date is on **07/07/2026 upto 02.00 P.M.** For details, please visit the website: **www.wbphed.gov.in.**
Sd/- Assistant Engineer Kandi Sub Division P.H. Engineering Dte.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the original Certificate of Registration (CoR) bearing No. B-05.04677 issued by the Reserve Bank of India (RBI) dated **28th November, 2001** to Precot Dealcomm Private Limited (since amalgamated with Utkarsh India Limited pursuant to the Order of the Hon'ble NCLT, Kolkata Bench dated 21st March, 2025), having its Registered Office at 187, Rabindra Sarani, 2nd Floor, Room No. - 70, Kolkata-700007 has been lost/misplaced and is not traceable despite our diligent searches.
We have lodged a General Diary (GD) for the missing vide GD No. **3728** dated **30.06.2026** at Park Street Police Station regarding the loss. Any person having possession, custody or knowledge of the whereabouts of the said original Certificate is requested to inform the undersigned immediately.
If the original Certificate is subsequently found, recovered or comes into the possession of the Company at any time in future, the same shall be forthwith surrendered to the Reserve Bank of India.
The public is cautioned against dealing with the said missing Certificate of Registration.
For Utkarsh India Limited
Sd/-
Seema Sharma
DIN: 09393893
Place : Kolkata
Date : 30.06.2026
Address : Arrjavv Square, 95A, Elliot Road, 4th Floor, Kolkata-700016
Contact No.: 9830790075
Email: seemasharmac.s@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এমপিএস-জুলাই-০২। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **বিডিং সিস্টেমঃ** নর্মাল অকশন (সিঙ্গল স্টেজ)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৫০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ** ২৬.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫৮ মিনিট। **ডিসিশন মোড**-অটো, **আরপি ডিসপ্লেড**-না, **আরপি-এর কম বিড অনুমোদিত**-হ্যাঁ। **প্রথম রিফিউজালের অধিকার (আরওএফআর) কি প্রযোজ্য?** না। **ক্যাটেগরিঃ** এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১৫-এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং, বিবরণ, লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩৭-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-এমপিএস-৩৬-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআইআরএ-এমপিএস-৪৩-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বিড়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে প্ল্যাটফর্ম শেডের (শিয়ালদহ প্রান্ত) নীচে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিএইচইউ-এমপিএস-৪৮-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ধুবুলিয়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট x ০৯ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/৫,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এমজিটি-এমপিএস-৪১-২৬-১, ০৫ বছরের জন্য মগরাহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে বুকিং অফিসের নিকটে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **এএ/৬,** এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিডিসি-এমপিএস-৪০-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে ওএসওপি-এর পাশে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.২০ মিনিট। **এএ/৭,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআরপিকে-এমপিএস-৪২-২৬-১, ০৫ বছরের জন্য বিশরপাড়া কোদালিয়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে শিয়ালদহ প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম শেডের পাশে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এনএসিসি-এমপিএস-৪৫-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য নিউআলিপুর (ক্যালকাটা) রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিএইচইউ-এমপিএস-৪৬-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ধুবুলিয়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট x০৯ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** এমপিএস-এসডিএএইচ-পিএলওয়াই-এমপিএস-৪৯-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য পলাশী রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট x০৯ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **এএ/১১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিটি-এমপিএস-৩৪-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে ফুট ওভারব্রিজ এসক্যালেটরের নীচে সিআইটি/ টিআই (এম) অফিসের সামনে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.১০ মিনিট। **এএ/১২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-জিইউএমএ-এমপিএস-৪৪-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য গুমা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে বুকিং অফিস এবং প্ল্যাটফর্ম শেডের মধ্যে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.২০ মিনিট। **এএ/১৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-কেএনজে-এমপিএস-৩৯-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য কৃষ্ণনগর সিটি জংশন রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-৩৮-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য হালিসহর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। **এএ/১৫,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিটি-এমপিএস-৩৫-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ৪ ও ৫-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৫০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** অ্যানুয়াল লাইসেন্সিং ফি (প্রত্যেকটির জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬ (প্রত্যেকটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রত্যেকটির জন্য)। **লটস্ট্যাটাসঃ** ড্রাফ্ট ক্যাটালগে নতুন (প্রত্যেকটির জন্য)।

SDAH-103/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
3rd Corrigendum of e-RfP no. 01/SE(NC)/SWM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1026106_1
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read last date & time for online Tender Submission is 06.07.2026, up to 15:55 hrs. in place of 25.06.2026, up to 15:55 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-208)
www.wbtenders.gov.in

ICA- T11381(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
2nd Corrigendum of e-RfP no. 02/SE(NC)/SWM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1026129_1
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read last date & time for online Tender Submission is 06.07.2026, up to 15:55 hrs. in place of 25.06.2026, up to 15:55 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-209)
www.wbtenders.gov.in

ICA- T11382(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
Executive Engineer (A-I), SWI Division No.-III, Krishnagar, WRI&DD invites e-tender for the works: Network Monitoring of Water Level and Collection of Water Samples for Chemical Analysis in different blocks in the District of Murshidabad under S.W.I.Division No.-III, Krishnagar, Nadia for the Financial Year 2026-2027. Vide NIT No. WBSWID/EE(A-I) SWID-III/03of 2026-27, Tender ID : **2026_SWID_1029978_1** and amount put to Tender Rs.2,05,287.00 and **last date of submission of Bid is08.07.2026 up to 06.00 PM.** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for more details and for further correspondence.
SD/-
Executive Engineer (A-I)
Surface Water Investigation Division-III
Krishnagar, Nadia

ICA- T11361(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Urgent repairing & replacement work for running of 1 no. 10 Passenger Lift for (G+7) Storied building Lift installed at Block-B Building, Khadya Bhawan, Kolkata- 700087." Tender No : WBPWD/EE/14/IR/T/KCED/I of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5016096_1. Bid Submission end date 10.07.2026 upto 02:00 P.M. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B. Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division.

ICA- T11402(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
1st Corrigendum for eNIT No. 02/SESCSSPWD of 2024-25 for the work "Construction of Building - less Primary Health Centre at Garaimari PHC under Domkal Block in the District of Murshidabad." Tender ID: 2026_WBPWD_5014629_3. Re-scheduled Bid Submission Upload Closing date (online): 07.07.2026 upto 02.00 P.M. Details of N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- SE SC SS PWDte.

ICA- T11404(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ No. 01/KSD of 2026-2027
(1st Corrigendum)
The A.E/KSD/P.W.Dte. invites e-Quation for the work - **i)** Preparation of Details Project Report (DPR) for Purbabishnupur-Lakshmikantapur-Kulpi Road - from 8.00 kmp to 16.60 kmp Strengthening Work (Excluding Paver Block portion from Ch. 8.00 km. to 8.31505 km. and 16.4841 km. to 16.60 km.) under Diamond Harbour Division P.W.D., in the Dist. of South 24 Parganas, during the year 2026-27. Tender Id-2026_WBPWD_5015569_1. Last Date of Bid Submission: 08.07.2026 upto 2.00 p.m. Other details and Corrigendum if any will be obtained from the Departmental website https://tender.wb.gov.in or office notice board only. Sd/- A.E./KSD/P.W.Dte.

ICA- T11412(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of (1st Call) "Replacement of roof top by Zn-Al alloy sheet with M.S. structural hollow sections of Panel and fresh air machine shed of CCU of Basirhat District Hospital under Basirhat Sub-Division of Barasat Division, PWD during 2026-27." NIeT no. 12 of 2026-27. TenderID:-2026_WBPWD_5016108_1. Bid submission start date (online) 06/07/2026 from 10.00A.M. Bid submission end date (online) 15/07/2026 from 3:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.T an Tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division.

ICA- T11413(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM-I
e-NIT No : WBIW/EE/TAtoSE/ GCDC/NIT-01(e)/2026-27
Tender Id: 2026_IWD_1027020_1
Number of bidders participated is less than minimum required for first call tender. Now, for larger participation, the Last Date & time of submission of Bid and Technical Bid opening Date & time is extended as **07.07.2026 till 11:00 Hours & 07.07.2026 at 15:00 Hours** instead of 29.06.2026 till 11:00 Hours & 29.06.2026 at 15:00 Hours respectively . All other terms & conditions will remain unchanged. Please go through the departmental website **www.wbiwd.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** (direct site). Sd/- Executive Engineer & TA to SE Greater Calcutta Drainage Circle, I & W Dte, Govt. of W.B.

ICA- T11343(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D, invites online e-NIQ No. 07 of 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5016085_1. Bid submission start date 29.06.2026 from 6.30 PM. Bid submission end date 10.07.2026 upto 12.00 PM. Details of NIQ and tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.gov.in.

ICA- T11388(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work **"Replacement of Old HT Gear (630A) at Trauma Substation at R.G.Kar M.C&H."** e-NIT No. **WBPWD/EE/KNHED/NIQ-13/2026-27.** Tender Id :- **2026_WBPWD_5015258_1.** Bid Submission Closing Date extended from 29/06/2026 to 10/07/2026 http://wbtenders.gov.in Sd/-S. Chakraborty/EE/KNHED /PWDte/Govt. of W.B.

ICA- T11394(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-N.I.T. No. 06/A.E./K.S.S.D./P.W.D. of 2026-2027 (3rd Call)
Sealed Tender is invited by the A.E., Kolkata South Sub-Division, P.W.Dte. Tender ID:- 2026_WBPWD_5016135_1 (3rd Call). Last date of Application 13.07.2026 up to 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Kolkata South Sub-Division, Public Works Directorate.

ICA- T11437(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 10/07/26 upto 12.00 Noon instead of 30/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 13/07/26 at 12.00 Noon instead of 02/07/26 at 12.00 Noon for "Annual comprehensive maintenance of Fire Detection and Alarm System of Vidyasagar SGH, Behala, South 24 Parganas." vide Tender ID-2026_WBPWD_5014708_1. invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites - tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.

ICA- T11438(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 10/07/26 upto 12.00 Noon instead of 30/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 13/07/26 at 12.00 Noon instead of 02/07/26 at 12.00 Noon for "AMC of Fire Detection System installed at dift. Bldgs. in the campus of Chittaranjan Seva Sadan College of Obstetrics Gynecology & Child Health, Kolkata under SKHESD-II, P.W.Dte." vide Tender ID- 2026_WBPWD_5015061_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites - tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.

ICA- T11439(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Hooghly Sub-Division No.-II, Public Works Directorate invites online e-Tender for the works of : a) Emergent maintenance of the Chandannagar Sub-Divisional Hospital (Main Building), Chandannagar under Hooghly Sub-Division No.-II, P.W.D. of Hooghly Division, P.W.D. during the year 2025-26. (S & P Works), e-NIT No. 02 of 2026-27 of the Assistant Engineer, Hooghly Sub-Division No.-II, Public Works Directorate. Tender ID : 2026_PWD_5016101_1. Bid submission start date (online) : 30.06.2026 at 10:00 A.M. Bid submission closing date (online) : 08.07.2026 up to 02:00 P.M. Corrigendum, if any, will be published accordingly. Details of NIT and NIT documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Hooghly Sub-Division No.-II, Public Works Directorate.

ICA- T11401(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Date Extension
Corrigendum for Time Extension for Annual Maintenance of Electrical installation of whole system at Maulana Abul kalam Azab Bhawan__Replacement of Drives for 02(two) nos. (G plus 7), 08 (eight) Passenger (OTIS) make Lifts. Tender No: AE/ BESD-I/e-NIQ-06/26-27_2nd Call& e-Tender ID No.- **2026_WBPWD_5015546_1.**

	Existing	Extended up-to
Bid submission Closing Date (Online)	29.06.2026 up to 12:00 Hrs.	10.07.2026 upto 12:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	01.07.2026 at 13:00 Hrs.	13.07.2026 at 13:00 Hrs.

Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-Division-I.

ICA- T11396(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works : **1.** "Annual Maintenance of CCTV Surveillance System Installed at West Bengal Police Directorate, Bhabani Bhaban Main Building, Alipore, Kolkata-700 027 for 01(One) year. [Job No: KIT/OW/050 of 26-27]." e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-058/T/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015962_1. Bid Submission Closing: 06.07.2026 up to 03.00 PM. **2.** "Renewal of Annual Bandwidth Subscription of Dedicated Internet Connectivity for Programme Management Unit of Bangla Sahayata Kendras (BSKs), P & AR under e-Governance Department (BSK Cell) at Upanna, 325, Sarat Chatterjee Road, Howrah-711102 [Job No: KIT/OW/051 of 26-27]." e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-059/T/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015967_1. Bid Submission Closing : 07.07.2026 up to 03.00 PM. **3.** "Annual Maintenance of Desktop Computers, Printers & peripherals installed at different offices of PWD at Khadya Bhaban, Kolkata-700 087 for 01(One) year: Part- II. [Job No: KIT/RW/062 of 26-27]." e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-060/T/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015990_1. Bid Submission Closing : 07.07.2026 up to 03.00 PM. **4.** "Development of LAN Connectivity and Allied Infrastructure for Law Cell, 8th Floor, Higher Education Department at Bikas Bhavan, Salt Lake, Kolkata: 700 091 [Job No: KIT/OW/053 of 26-27]." e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-061/T/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5016012_1. Bid Submission Closing : 08.07.2026 upto 03.00 PM. Sd/- Executive Engineer, Kolkata IT Division, PWD.

ICA- T11406(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

HOOGHLY ZILLA PARISHAD
Tender Ref No: NIT-011 & 012 of 2026-27
Tender (offline) is invited from reputed and resouceful contractors for various works within Hooghly District, Closing date of bid submission is **06-07-2026**.
For further details, please logon to **https://hooghly.nic.in**
Sd/-
District Engineer
Hooghly Zilla Parishad
179(3)/HD/ICA/ADVT

NOTICE INVITING ONLINE ITEM RATE TENDER
Notice Inviting e-Tender No. 29/EE-SWM/NKDA/2025-26 (2nd Call)
Name of Work: 1. Supply, Fabrication & Erection of 03 nos. Vehicle Driven Stainless Steel Water Tank of Capacity 3000 Litre each Mounted on Whecled M.S. Base Frame.
2. Cleaning of Bisharjan Ghat & Removal of Idols from Waterbody at Bisharjan Ghat except Durga Idols, Laxmi Idols, Kali Idols & Chat Puja for 02 Years.
Online Item Rate Tender are invited by the Executive Engineer-SWM New Town Kolkata Development Authority Vide Memo No. **4355/NKDA/Engg,-SWM/2025** dated **30/06/2026** for the work. Having tender amount- Agency has to be Quote only. Bid submission closing date **17.07.2026 up to 2.00 P.M.** For other details please visit our website at **www.nkdamar.org** & **https://wbtenders gov.** in and the office notice board Newtown, Kolkata -7001 56.
Sd/- Executive Engincer - SWM
New Town Kolkata Development Authority

EGRA MUNICIPALITY
office of the councillors
EGRA :: Purba Medinipur
Quotation Notice
Quotation are here by invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, vide NIQ No.- 01/WSM/2026-2027, Date - 30/06/2026. Others detalis can be seen from the Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in
Sd/-
ChairMan
Egra Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender NIT No.: PM/PWD/SCHOOL/NIT-04/26-27 Dated: 30.06.2026** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in.** Contact concern authority P.W. Department, Panihati Municipality at the above address. Last Date of submission **11.07.2026.**
Sd/- **Executive Officer**
Panihati Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com
Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

মেচুখা
এক পার্বত্য হ্যামলেট

গৌতম সরকার

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে... সাত-কুশি সব গ্রাম

অরুণাচলের আলো থেকে মেচুখার দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার পাহাড় কেটে রাস্তা চওড়া করার কাজ চলছে। ড্রাইভার লোকেশ জানালো কাজ চলার জন্য মেচুখার রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি আটকে দিচ্ছে, তাই সকাল ছটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম প্রথম দিককার রাস্তা মাখনের মত, বেশ কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে পৌঁছলাম কামকা। কামকা এক বিস্তীর্ণ জনপদ। কামকা পেরিয়ে একটা পুলিশ চেকপোস্টে এসে গাড়ি আটকে গেল, কাজ চলছে তাই সাড়ে নটা পর্যন্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে, ঘড়িতে তখন পৌনে নটা আর মেচুখা আসতে ৮৯ কিলোমিটার বাকি। অগত্যা একটা দোকানে চায়ের সাথে ম্যাগি খেয়ে ব্রেকফাস্টের ঝামেলা মেটানো গেল। গাড়ি ছাড়ার পর মন্দের ভালো রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে গেলাম বোগু, দীপু, তাতো নামের ছবির মত কিছু গ্রাম, তবে আস্তে আস্তে রাস্তা খারাপ হতে হতে শেষে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। এর মধ্যে তাতোর আগে দুটি নয়নমনোহর ঝর্ণা পথের কষ্ট অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রথম ঝর্ণাটির নাম 'সিকো দিদো ওয়াটারফল'। প্রায় ২০০ ফুট উচ্চতা থেকে ঝরে পড়া এই ঝর্ণার শীতের সময়ে জলের ভান্ডার কমে এলেও দীর্ঘাঙ্গী ঝর্ণার ঐকান্তিক শ্বেতশুভ্র রূপ পথচারীকে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও মুগ্ধ করবে। দ্বিতীয় ঝর্ণা এল আরও ঘণ্টা খানেক পরে, এটা মনে হল আরও উঁচু থেকে ঝরে পড়ছে, তবে নাম কোথাও পেলাম না। তারপর আবার শুরু হল রাস্তার দুর্গতি। প্রথম অর্ধেক রাস্তা আড়াই ঘণ্টার কম সময়ে এসে, পরের অর্ধেকটা আসতে সময় লাগল সাড়ে চারঘন্টার উপর। মেচুখা ঢোকার অনেক আগে থেকেই যেটা চোখ টানছিল সেটা হল বরফে মোড়া পাহাড়চূড়া। মেচুখা পৌঁছে ২৭০ ডিগ্রী আকাশ পরিসীমায় তুষারধবল কিরীটচূড়া দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম হোটেলে আমাদের ঘরটা একদম ওপরতলায়, ঘর সংলগ্ন ছাদ। দুদিকের বড় বড় জানালা দিয়ে সমগ্র মেচুখার পাহাড় প্রকৃতি চোখে ধরা পড়ছে। আমাদের ঘরের পিছনে প্রায় আধা-আকাশ ছড়ানো বরফ পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বিকেলে বেরিয়ে সেদিকে হাঁটা লাগালাম। এদিকটা স্থানীয় লোকজনের বাস, হোমস্টের সংখ্যা হাতে গোনা। পুরো এলাকা চক্কর দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একটা ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। ক্যাফের মনোরম উষ্ণতায় কিছুক্ষণ নিজেদের সেঁকে নিয়ে বেরোলাম বাজার ঘুরতে। সাতটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম।

স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গ রূপে... ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা

মেচুখা পশ্চিম সিয়াম জেলায় অবস্থিত এক পার্বত্য শহর, পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইয়ারগাব নদী। ৬০০০ ফুট উচ্চতার মেচুখা সমগ্র উপত্যকা জুড়ে সৌন্দর্য্যের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। এখানকার বাসিন্দারা বেশিরভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মেম্বা উপজাতির মানুষ। কিছু বাসিন্দা আছেন রামো, লিবো ও তাগিন উপজাতির। মেচুখা শব্দের অর্থ হল 'সর্বরোগহর তুষারগলা জল'। শীতের রাত্রে টেম্পারেচার মাইনাসে পৌঁছয়। দ্বিতীয়দিন ভোরে বাজার এলাকা ছাড়িয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে নদীর দেখা পেলাম। ভারী কুয়াশা ভেদ করে চোখে পড়ল একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। রাতে কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে শিশির পড়েছে, পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই সাবধানে পা টিপে টিপে সময় নিয়ে পার হলাম। কুয়াশা আস্তে আস্তে কাটছে, নদী থেকে সাদা কুয়াশা পাড়ের দিকে ছুটে আসছে। আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে, হালকা রোদ্দুর চরাচর বাদামী রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। ব্রিজের পাটাতনের বরফকণা গলতে শুরু করেছে, পারাপার অনেক সহজ হয়ে গেছে। হোটেলে ফিরে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

মেচুখায় এসে বর্ডার যাওয়াটা দস্তুর, ইন্দো-চায়না সীমানা। তার জন্য একটা দিন বরাদ্দ রাখতে হবে। মেচুখা থেকে আলাদা পারমিট বানিয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল 'দোর্জিলিং' ভিলেজ, দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। 'পিকচার পারফেক্ট' বলে যদি কিছু থাকে তাহলে এই গ্রামটিকে সেই ভূষণে বিভূষিত করা যায়। গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ইয়ারগাব নদী, পাড়ে ছাড়া ছাড়া রংবেরঙের কটেজ, ওপরে বাদামী ঘাসের ঢিপি, তার উপরে উত্তুঙ্গ পাহাড়, আর সবার উপর শোভা পাচ্ছে বরফমোড়া কিরিটিচূড়া। বিধাতার এ এক অনবদ্য কোলাজ! গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে একটা ভাঙা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ পড়বে। নদী এখানে ক্ষীণকায়া হলেও উচ্ছল। ছোট বড় নুড়িপাথরের মধ্যে দিয়ে কলকল শব্দে দ্রুত বেগে বয়ে চলেছে। দোর্জিলিং থেকে আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য ছিল গুরুনানক তপোস্থান ও গুরুদোয়ার। সকালে যে পথে নদী দেখতে গিয়েছিলাম সেই পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলল। একটা কংক্রিটের ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে চড়াইপথের আঁকিবুকি পেরিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বেশ কয়েক কিলোমিটার উজিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছলাম, এখানে একটা 'লাকি স্টোন' আছে দর্শনার্থীরা তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। মূল রাস্তা ছেড়ে বেশ কিছু সিঁড়ি নেমে নদীর কাছে পৌঁছতে হয়। নদীর ঠিক উপরে এক সরু মুখের ছোট গুহা আছে, অন্ধকার সংকীর্ণ গুহা দৈর্ঘ্যে খুব জোর ১০ মিটার হবে। সেই গুহার এক মুখ দিয়ে ঢুকে অন্যমুখে বেরোনোর মজা নেওয়া যায়। গুহার উল্টোমুখে সিঁড়ি দিয়ে নামলেই নদী প্রবল বেগে বয়ে চলেছে, নদীর পাশেই জলভরা ছোট দুই নালা। এর মধ্যে আছে কিছু কালো আর কিছু সাদা পাথর। হাত ডুবিয়ে সাদা পাথর তুললে 'গুড লাক' আর কালো পাথর উঠে এলে 'ব্যাড লাক'। ওখান থেকে একটু ওপরেই তপোস্থান ও গুরুদোয়ারা। ১৯৮০ সালে ভারতীয় সেনারা এই গুরুদোয়ারা নির্মাণ করেন, এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভারতীয় সেনার হাতে। কথিত আছে, গুরুনানকজী তাঁর তিব্বত যাত্রাকালে এই জায়গায় থেকে কিছুদিন তপস্যা করেন, সেই জায়গায় পাথরের উপর তাঁর শরীরের ছাপ রয়েছে। গুরুদোয়ারায় প্রতিদিন ভাণ্ডারা চলে। দর্শনার্থীরা ভাণ্ডারার প্রসাদ গ্রহণ পুণ্যজ্ঞান করে। আমরাও দুপুরে ভান্ডারায় খেয়ে নিলাম। ওখান থেকে গেলাম সামতেন ইয়ংচা মনাস্ট্রি, পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত এই বুদ্ধমন্দির ৪০০ বছরের পুরোনো। মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের ধ্যানরত সোনালী মূর্তি শোভা পাচ্ছে। ঘন

জঙ্গলের নিস্তব্ধ প্রেক্ষিতে মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ আর ধূপ-ধুনো-চর্বি-তেলের মনকাড়া গন্ধ অপার্থিব পরিবেশ তৈরি করেছে। মনাস্ট্রির দেওয়ালের স্থাপত্য, পদ্মসম্ভবের মূর্তি এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির সম্ভার এককথায় অনবদ্য। এই উচ্চতা থেকে পাখির চোখে সমগ্র মেচুখা উপত্যকার সৌন্দর্য্য মন ভরিয়ে দেবে। মূল মনাস্ট্রির নিচে ছোট আরও একটা মনাস্ট্রি দেখে আমাদের মেচুখা ভ্রমণ সাঙ্গ হল।

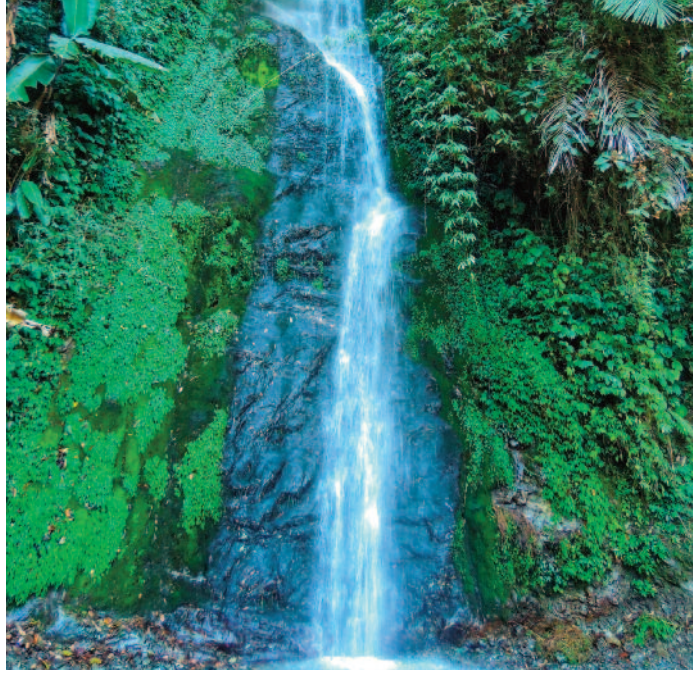

কিভাবে যাবেন?

ট্রেনে বা ফ্লাইটে ডিব্রুগড় পৌঁছে, সেখান থেকে মালিনিথান হয়ে আলো বা আলং ১৯০ কিলোমিটার। বাসে ঘন্টা পাঁচেক সময় লাগে, গাড়িতে চার ঘণ্টা। পাসিঘাট দিয়ে গেলে দূরত্ব একটু বাড়বে। তবে পাসিঘাট অতীব সুন্দর এক পাহাড়ি জনপদ। একটা দিন পাসিঘাটে থেকে পরেরদিন আলো যেতে পারেন। আলো থেকে মেচুখার দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। এখানে কিন্তু গাড়ি ছাড়া কোনও গতি নেই। এইমুহূর্তে রাস্তার কাজ চলছে, বড় গাড়িতে যাওয়াই ভালো। তবে পুরো রাস্তা হয়ে গেলে নিয়মিতভাবে বাস চলতে পারে। খোঁজখবর নিয়ে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কোথায় থাকবেন?

সারা মেচুখা জুড়ে হোমস্টের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন দামের ও মানের হোমস্টে থেকে পছন্দের হোমস্টেটি বেছে নিন। থাকা খাওয়া বাবদ মাথাপিছু ১০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত বন্দোবস্ত আছে। এছাড়া গুটিকতক হোটেলও পাবেন। শীতের সময় কখনও কখনও এই অঞ্চলে বরফ পড়ে।

দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হওয়া সাম্বায় ব্রাজিলের জয় দিয়েই শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ বাঁশি বাজল যখন, হিউস্টনের স্টেডিয়ামজুড়ে একটাই রং;হলুদ। সবুজ ঘাসের ওপর ছুটে এল হলুদ ঢেউ। হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন কার্লো আনচেলত্তি;চোখে সেই পরিচিত স্থিরতা, কিন্তু ভেতরে নিশ্চয়ই এক ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আর একটু দূরে, দুই হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। যেন তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক কী করে ফেললেন! নব্বই মিনিটের নাটক পেরিয়ে যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির পায়ের ঠিকানায় এসে পৌঁছেছিল একটা বল; আর সে বলটা ডান পোস্টের ভেতর দিক ছুঁয়ে জালে গিয়ে বসল, যেন কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানায় চিঠি পৌঁছে দিয়েছে ডাকপিয়ন। জিওন সুজুকির হাত সে বল ফেরাতে পারত না। ৬৮ হাজার ৭৭৭ মানুষের মধ্যে যেন অর্ধেকের বুক থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল হাহাকারের মতো, বাকি অর্ধেক সেটাকে স্বস্তির শ্বাস দিয়ে গিলে নিল। ব্রাজিল জিতল ২-১ গোলে। ব্রাজিল টিকে থাকল বিশ্বকাপে! প্রথমার্ধে যে ব্রাজিলকে দেখা গেল, সে যেন ঘুমের ভেতরে হাঁটা কোনো মানুষ। পা নড়ছে, কিন্তু চোখ নেই। ২৯ মিনিট। দানিলো মাঝমাঠে বল হারালেন। কাইশু সানো সেটা তুলে নিলেন। আর তারপর যা হলো, সেটা যেন কোনো সাইলেন্ট ফিল্মের দৃশ্য। কাসেমিরো সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সানো যেন তাঁকে দেখতেই পেলেন না। বিশ গজ ছুটলেন, তারপর ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে সরাসরি গোলপোস্টে শট। বল ঢুকে গেল আলিসনের জালে। জাপানের সমর্থকেরা হিউস্টনকে আচমকা টোকিও বানিয়ে দিলেন। সানোর এটি ছিল জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোল। বড় মঞ্চে প্রথম গোল, বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে। দ্বিতীয়ার্ধে আনচেলত্তি মাঠে নামালেন এনদ্রিককে। পাকেতার বদলে, চোটের কারণে। কিন্তু পরিবর্তনটা শুধু খেলোয়াড়ের নয়, মেজাজের, কৌশলেরও। ব্রাজিল যেন ঘুম থেকে উঠল।

৫৪ মিনিট। ক্রস এল পেছনের পোস্টে, কাসেমিরো ঝাঁপিয়ে হেড করলেন। তোমিয়াসু ও সুজুকি দুজনেই ছুঁলেন বলটা। গোললাইনের কথা মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভিএআর জানাল;হয়নি। হলো দুই মিনিট পরে। গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির ক্রস ভেসে এল পেছনের পোস্টে। কাসেমিরো লাফ দিয়ে হেড করলেন গোলমুখে;১-১। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে যে দৃশ্য অনেকবার দেখা গেছে, সেটা এবার বিশ্বকাপের মঞ্চে। ৩৪ বছর ১২৬ দিন বয়সে বিশ্বকাপে গোল করলেন কাসেমিরো;১৯৯৮ সালে ডেনমার্কের বিপক্ষে গোল করা বেবেতোর পর ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোলদাতা। তারপর এল একটা মুহূর্ত। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বল পেলেন, নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন, তোমিয়াসুকে নাটমেগ করলেন, এগিয়ে গিয়ে শট নিলেন; সুজুকি বুড়ো আঙুল দিয়ে পোস্টে ঠেলে দিলেন। এ গোল হলে কী হতো, সেই প্রশ্নের উত্তর অজানাই থাকল। ম্যাচ ঢুকল শেষ দশ মিনিটে। তারপর যোগ করা সময়। ছয় মিনিট যোগ হয়েছিল। সময় শেষ হওয়ার ঠিক আগে রায়ান বল জিতলেন ওপরে, ভেতরে দিলেন গিমারাইসকে।

গিমারাইস শুট করতে পারতেন। করেননি। মার্তিনেল্লিকে দিলেন। মার্তিনেল্লি বললেন বলটাকে;যাও। আর বল গেল সুজুকির হাতের আঙুল ছুঁয়ে ডান পোস্টের ভেতর দিক দিয়ে জালের গভীরে। হিউস্টন স্টেডিয়ামে তখন যে শব্দ উঠল, সেটা বিজয়ের নয়, স্বস্তির। ব্রাজিল এগিয়ে গেল শেষ ষোলোতে। আইভরিকোস্ট বা নরওয়ে অপেক্ষায়। কিন্তু এই দলকে আরও এক হতে হবে। প্রথমার্ধের সেই ছত্রভঙ্গ ব্রাজিল এবং দ্বিতীয়ার্ধের জেগে ওঠা ব্রাজিল;দুটো এক দেশের পাসপোর্ট বহন করলেই এক দল হয় না। তারপরও হিউস্টনে হলদে উৎসব হয়। আর সেই উৎসবে একটাই নাম;

টাইব্রেকারে জার্মানি আউট, প্যারাগুয়ে ইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে আরও এক বড় অঘটনের সাক্ষী থাকল ফুটবল বিশ্ব। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শেষ ষোলোয় উঠে গেল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়ে। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ১-১ সমতা থাকার পর ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। সেখানে সাডেন ডেথে স্নায়ুর লড়াই জিতে ইতিহাস গড়ে প্যারাগুয়ে। আর হতাশা নিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হল জুলিয়ান নাগেলসম্যানের দলের। ম্যাচের শুরু থেকেই জার্মানি বলের দখল নিজেদের কাছে রাখলেও সেই আধিপত্যকে কার্যকর করে তুলতে পারেনি। নাগেলসম্যানের প্রথম একাদশে জামাল মুসিয়ালাকে না রাখা অনেককেই অবাক করে। কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে তাঁকে বেঞ্চে রেখে কাই হাভার্টজের সঙ্গে ডেনিজ উন্দাভকে খেলানো হয়। কিন্তু মাঝমাঠে সৃজনশীলতার অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্লোরিয়ান উইর্টজ ও লেরয় সানে দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ গড়ার চেষ্টা করলেও শেষ পাস কিংবা ফিনিশিংয়ের ঘাটতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অন্যদিকে শুরু থেকেই রক্ষণকে শক্তিশালী রেখে পাল্টা আক্রমণের কৌশল নেয় প্যারাগুয়ে। সেই পরিকল্পনাই প্রথমার্ধের শেষদিকে সাফল্য এনে দেয়। ৪২ মিনিটে মাতিয়াস গালারজার নিখুঁত ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেডে গোল করেন জুলিও এনসিসো। জার্মান ডিফেন্ডারদের দুর্বল মার্কিংয়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্যারাগুয়েকে এগিয়ে দেন তিনি। গোল হজম করার পরও প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি জার্মানি। বিরতির পর আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে জার্মানি। অবশেষে ৫৪

মিনিটে কাই হাভার্টজ গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। নির্ধারিত সময়ে আর গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানে জার্মানি আরও চাপ বাড়ায়। ৯৭ মিনিটে নিক ভোলটেমাডের শট শেষ মুহূর্তে রুখে দেন এক প্যারাগুইয়ান ডিফেন্ডার। সেই ঘটনায় জার্মান ফুটবলাররা হ্যান্ডবলের দাবি তুললেও রেফারি তাতে সাড়া দেননি। কয়েক মিনিট পরে জোনাথান তাহ হেডে বল জালে পাঠালেও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ()ঙ্ট্র) জানায়, গোল হওয়ার আগে গোলকিপারের বিরুদ্ধে ফাউল হয়েছিল। ফলে সেই গোল বাতিল হয়ে যায়। সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও মাঠের সিদ্ধান্ত বদলায়নি।

অতিরিক্ত সময় শেষেও স্কোর ১-১ থাকায় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব পড়ে পেনাল্টি শুটআউটের উপর। সেখানেই নায়ক হয়ে ওঠেন প্যারাগুয়ের গোলকিপার অরল্যান্ডো গিল। প্রথমেই কাই হাভার্টজের শট অসাধারণ দক্ষতায় রুখে দিয়ে জার্মানিকে চাপে ফেলে দেন তিনি। পরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন। তবে শুটআউটও ছিল নাটকীয়তায় ভরপুর। দুই দলই কয়েকটি শট সফলভাবে নেটের জালে পাঠায়, আবার দু'পক্ষেরই কয়েকজন ফুটবলার সুযোগ নষ্ট করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লড়াই গড়ায় সাডেন ডেথে। সেখানে জার্মানির জোনাথান তাহ নিজের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন। এরপর প্যারাগুয়ের হোসে ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে দলের ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত করেন।

এই জয়ের মাধ্যমে প্যারাগুয়ে শুধু শেষ ষোলোয় উঠল না, বিশ্বকাপের অন্যতম বড় অঘটনের জন্মও দিল। অন্যদিকে ২০১৪ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে বড় মঞ্চে ধারাবাহিক ব্যর্থতার গল্পে আরও একটি অধ্যায় যোগ করল জার্মানি। ম্যাচের শুরুতে ধীরগতির ফুটবল দেখে যে লড়াই একঘেয়ে মনে হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত সেটাই রূপ নিল বিশ্বকাপের অন্যতম রোমাঞ্চকর নাটকে। প্যারাগুয়ের ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস আর জার্মান শিবিরের হতাশাই শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচের প্রকৃত ছবি হয়ে রইল।

পেনাল্টির টানটান নাটকে ডাচদের বিদায়, শেষ ষোলোয় মরক্কো

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে গোটা ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল মরক্কো। শক্তিশালী রক্ষণ, দ্রুত পাল্টা আক্রমণ এবং দুর্দান্ত দলগত ফুটবলের জোরে তারা নিজেদের অন্যতম কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। চলতি বিশ্বকাপেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ব্রাজিলকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিল আশরাফ হাকিমিদের দল। তাই নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোয় ওঠার লড়াই ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে।মেক্সিকোর স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় মরক্কো। প্রথম ১৫ মিনিটের পর থেকেই বলের দখল, ছোট ছোট পাস এবং আক্রমণ গঠনের ক্ষেত্রে তারা ডাচদের অনেকটাই পিছনে ফেলে দেয়। মাঝমাঠে ব্রাহিম দিয়াজের নেতৃত্বে একের পর এক আক্রমণ তৈরি হলেও শেষ মুহূর্তে গোলের সামনে ব্যর্থ হন মরক্কোর ফরোয়ার্ডরা। বিশেষ করে ইসমাইল সাইবারি অন্তত তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ৬৫ মিনিটের পর থেকে তারা নেতারল্যান্ড আক্রমণের গতি বাড়ায় এবং মরক্কোর রক্ষণকে চাপে ফেলতে শুরু

করে। ডাচদের হয়ে ম্যাচের নায়ক হয়ে ওঠেন কোডি গাকপো। শেষ মুহূর্তে মরক্কো কোচের কৌশল বদল ম্যাচের রং পাল্টে দেয়। ৮৮ মিনিটে তালবিকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। তিন মিনিটের মধ্যেই তাঁর বাড়ানো বল থেকে সমতা ফেরায় মরক্কো। শেষ বাঁশি বাজতেই স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১-১, ফলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় পেনাল্টি শুটআউটে। প্রথম শট সফল হলেও পরে একের পর এক ভুলে পিছিয়ে পড়ে ডাচরা। দুই দলের মিলিয়ে মোট পাঁচটি শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে রক্তাক্ত হওয়ার পরও গুরুত্বপূর্ণ শট নিতে এগিয়ে আসেন ইসমাইল সাইবারি। নির্ধারিত সময়ে একাধিক সুযোগ নষ্ট করলেও এবার আর ভুল করেননি। ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে মরক্কোকে জয় এনে দেন তিনি। রুদ্ধশ্বাস এই লড়াইয়ের শেষে টাইব্রেকোরে জয় তুলে নিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করে মরক্কো। আবারও তারা প্রমাণ করল, শুধু তারকাখচিত দল নয়, শৃঙ্খলা, লড়াই এবং মানসিক দৃঢ়তাই বড় মঞ্চে সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।